বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩
পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.plandiv.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“No Plan, however well-formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices. All of us will, therefore, have to dedicate ourselves to the task of nation building with single-minded determination. I am confident that our people will devote themselves to this task with as much courage and vigour as they demonstrated during the war of liberation.”

The above is an extract, in abridged form, taken from the Foreword of the First Five Year Plan of Bangladesh which was prepared under the guidance and leadership of the FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আজ সেই সোনার বাংলা গড়ার দায়িত্ব এসেছে। এ দায়িত্ব শুধু আওয়ামী লীগের একার হতে পারে না। এ দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমরা সবাই মিলে যেমন এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে, ঠিক তেমনি আজ সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার আরেক সংগ্রামে আবার আমরা একসাথে নিঃশ্বাস নেব, এক প্রত্যয়কে অবলম্বন করব, এক লক্ষ্যে হব পথের সাথী।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সার্বিক নির্দেশনায় : **সত্যজিত কর্মকার**
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ : **জনাব সাদিয়া শারমিন**, সভাপতি
যুগ্মসচিব (বাজেট, এপিএ এবং প্রশিক্ষণ), পরিকল্পনা বিভাগ

জনাব মোছাঃ মাজেদা ইয়াসমীন, সদস্য
যুগ্মসচিব (এনইসি ও সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ

জনাব আ. ন. ম ফয়জুল হক, সদস্য
যুগ্মপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

ড. লায়লা আখতার, সদস্য
উপপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

মীর্জা মোহাম্মদ আলী রেজা, সদস্য
উপপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

জনাব কামরুজজামান, সদস্য
উপসচিব (এসএসআরসি), পরিকল্পনা বিভাগ

জনাব ফরিদা সুলতানা, সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন-২), পরিকল্পনা বিভাগ

জনাব উম্মে সায়মা, সদস্য
উপপ্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, সদস্য
উপপ্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

জনাব রুমানা রহমান শম্পা, সদস্য
উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

জনাব মোঃ মেফতাউর রহমান, সদস্য
প্রধান প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য
সহকারী সচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ

জনাব তাহমিনা তাছলীম, সদস্য-সচিব
যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আইন), পরিকল্পনা বিভাগ

ডিজাইন : **সাদিয়া শারমিন**
যুগ্মসচিব (বাজেট, এপিএ এবং প্রশিক্ষণ)
পরিকল্পনা বিভাগ

কম্পিউটার কম্পোজ : **সুব্রত কুমার মন্ডল**

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব : পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল : ১৪ অক্টোবর, ২০২৩

এম.এ. মান্নান, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন একটি সময়োপযোগী ও নিয়মিত উদ্যোগ। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন হতে বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যে সকল কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য দলিল এ প্রকাশনাটি। প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত উপায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নে স্বাধীনতালাভের পর পরই তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-১৯৭৮)। তারই ধারাবাহিকতায় আজ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২০২৫) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে এবং ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ, মধ্য এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করে থাকে। প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি শত বছরের জন্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, দু'টি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১ ও ২০২১-২০৪১), আটটি পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা সফলভাবে প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। বার্ষিক প্রতিবেদনে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ আজ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের এক যুগের অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবন, নাগরিক সেবা এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের সমৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে অবিস্মরণীয় বিপ্লব। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ যার স্তম্ভ হবে চারটি (১) স্মার্ট সিটিজেন; (২) স্মার্ট গভর্নমেন্ট; (৩) স্মার্ট ইকোনমি এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তুলতে পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগ ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এম.এ. মান্নান, এমপি

ড. শামসুল আলম
প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের মত এবারও পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি পরিকল্পনা বিভাগকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এবং বিআইডিএস এর বিগত অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে, যা ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসম্পাদনের প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে।

বিগত বছরটি বাংলাদেশ সরকার তথা পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় প্রণীত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়নঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, টানা দুই বছর কোভিড-১৯ এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ও সামগ্রিক বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার ধাক্কা সামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি গত অর্থবছর পূর্ণ উদ্যোমে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিলো। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আমাদের জন্য সমূহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

গত দশকে সরকারের সুপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উত্থান ঘটেছে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার সময়ের উন্নয়ন দর্শনকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। বিগত দশকে বাংলাদেশের সাফল্য নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে বোধ হয় কোন স্বল্পোন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে এত হয়নি। পরিকল্পনা মাফিক দেশ পরিচালনার ফলে বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য নিরসনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে রূপকল্প ২০২১ ও সে অনুকূলে দুই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৬ষ্ঠ ও ৭ম এবং পরবর্তীতে রূপকল্প ২০৪১ এবং তার অধীন ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়। আমার সৌভাগ্য যে, এমডিজি'র এবং এসডিজি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমার নেতৃত্বে যে অগ্রগতি প্রতিবেদন করা হয়েছিল তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘ বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিল। ফলে বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথা বিভিন্ন বৈশ্বিক গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেই কাজগুলোর ভিত্তিতে আজকে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু থেকেই গতি পেয়েছিল এবং তা চলমান রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু এসডিজি নয় তার চেয়ে বেশি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা। ২০৪১ এর মধ্যে সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন করেছি এবং তারই ভিত্তিতে আগামীর পথ নকশা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের অগ্রগতি যেমন রয়েছে তেমনি সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির বাস্তবায়ন সফলতা নির্ভর করছে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ আজ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের এক যুগের অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবন, নাগরিক সেবা এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের সমৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে অবিস্মরণীয় বিপ্লব। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তুলতে পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগ ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগ সামনের দিনগুলোতে তাদের ভূমিকাকে আরও অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা জড়িত ছিলেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. শামসুল আলম

সত্যজিত কর্মকার
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা একটি নিয়মিত প্রয়াস। এই প্রকাশনাটি পূর্বের অর্থবছর এবং আগামী অর্থবছরের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া এ প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

পরিকল্পিত অর্থনীতি একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত উপায়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" গঠন করেন। পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি), অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) মূলত সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকারের প্রতিফলন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

পরিকল্পনা দলিলের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম প্রধান ভিত হলো যথোপযুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৬২৭টি প্রকল্প (নিজ অর্থায়নসহ) ও ১০টি উন্নয়ন সহায়তা খাতে বরাদ্দসহ এডিপির সর্বমোট আকার দাঁড়িয়েছে ২৩৬৫৬০.৬৭ কোটি টাকা তন্মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ৩১৭টি যার এডিপির আকার ১০৫৮৩৮.৭২ কোটি টাকা। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল-জাতীয় নির্দেশনাক্রমে একনেক সভা আয়োজন করা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৫টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ সকল সভায় ৮২টি নতুন প্রকল্প ও ৬০টি চলমান প্রকল্পের সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যেমন বিস্তীর্ণ, কাজের প্রকৃতিও নানা ধরনের। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সত্যজিত কর্মকার

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব/সচিব) বৃন্দ

মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

সত্যজিত কর্মকার
সদস্য (সচিব)
কার্যক্রম বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান
সদস্য (সচিব)
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

এ কে এম ফজলুল হক
সদস্য (সচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

আবদুল বাকী
সদস্য (সচিব)
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

ড. মো: কাউসার আহাম্মদ
সদস্য (সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগের সৃষ্টি ও গঠন	১৯
১.০	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	২০
১.১	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি	২১
১.২	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন	২১
১.৩	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	২২
১.৪	পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	২৩
১.৫	পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ	২৪
১.৫.১	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)	২৪
১.৫.২	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) গঠন ও কার্যপরিধি	২৪
১.৫.৩	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)	২৫
১.৫.৪	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর গঠন ও কার্যপরিধি	২৫
১.৬	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের জনবল কাঠামো	২৭
	দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিকল্পনা বিভাগ	২৯
২.০	পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি ও অর্জন	৩১
২.১	পরিকল্পনা বিভাগের ভিশন	৩১
২.২	পরিকল্পনা বিভাগের মিশন	৩১
২.৩	পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি	৩১
২.৪	পরিকল্পনা বিভাগের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	৩১
২.৫	পরিকল্পনা বিভাগের অনুবিভাগসমূহের কার্যাবলি	৩৩
২.৫.১	প্রশাসন অনুবিভাগ	৩৩
২.৫.২	বাজেট অনুবিভাগ	৩৭
২.৫.৩	প্রশিক্ষণ শাখা	৩৮
২.৫.৪	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	৪০
২.৫.৫	হিসাব শাখা	৪৩
২.৫.৬	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ	৪৩
২.৫.৭	পরিকল্পনা অধিশাখা	৪৬
২.৫.৮	সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ	৪৮
২.৫.৯	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ	৫১
২.৫.১০	উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, যাচাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৬২
২.৫.১১	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৬৩
	তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহের কার্যপরিধি ও অর্জন	৭১
৩.০	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	৭৩
৩.১	কার্যক্রম বিভাগ	৮৫
৩.২	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	৯৯
৩.৩	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১১১
৩.৪	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ	১২৩
৩.৫	শিল্প ও শক্তি বিভাগ	১৩৭

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি ও গঠন

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

১.০ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

১.১ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) "পরিকল্পনা বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (তাঁর কেবিনেট মন্ত্রীর "র‍্যাংক" ছিল না)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার "প্রধান" এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; বিভাগসমূহ হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বহিঃসম্পদ এবং প্রশাসন। কমিশনকে সরাসরি সরকার প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" নামে আলাদাভাবে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহিঃসম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান "অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ" নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের চেয়ারপারসন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা ও তাঁর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনায় সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্ত করে পরিকল্পনা বিভাগের একটি অনুবিভাগ করা হয়। দেশের উন্নয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ (বর্তমানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার (অবঃ) বীর উত্তম, এমপি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সরকারের আগের মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) দৃষ্টি নন্দন সুপরিসর আধুনিক পরিসংখ্যান ভবন নির্মিত হয় এবং ২৫ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত ভবনটি উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.২ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

২৩-০১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.৩০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" নিম্নরূপে পুনর্গঠন করে:

(ক) কমিশনের গঠন

১.	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারপারসন
৩.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারপারসন
৪.	প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫-১০.	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ	সদস্য
১১.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব

(খ) কমিশনের কার্যপরিধি

১. দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;
২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;
৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;
৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পন্ন; ও
৫. পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

(গ) প্রয়োজনে কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব;
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ;
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; ও
৭. গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ। এ কমিশনে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঘ) কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১.৩ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ৬টি বিভাগ এবং ৩০টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দু'টি বিভাগ যথা-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে এবং কার্যক্রম বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, খাতওয়ারি সমুদয় বণ্টন ও এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত। বাকী ৪টি বিভাগ যথা-ভৌত-অবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শিল্প ও শক্তি বিভাগ সেক্টরভিত্তিক সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ এর দায়িত্ব প্রধান এবং অনুবিভাগের দায়িত্ব যুগ্ম-প্রধানের ওপর ন্যস্ত। অনুবিভাগসমূহ অধিশাখায় এবং অধিশাখাসমূহ শাখা পর্যায়ে বিভক্ত। উপপ্রধান অধিশাখার দায়িত্ব এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান শাখার দায়িত্ব পালন করেন।

১.৪ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

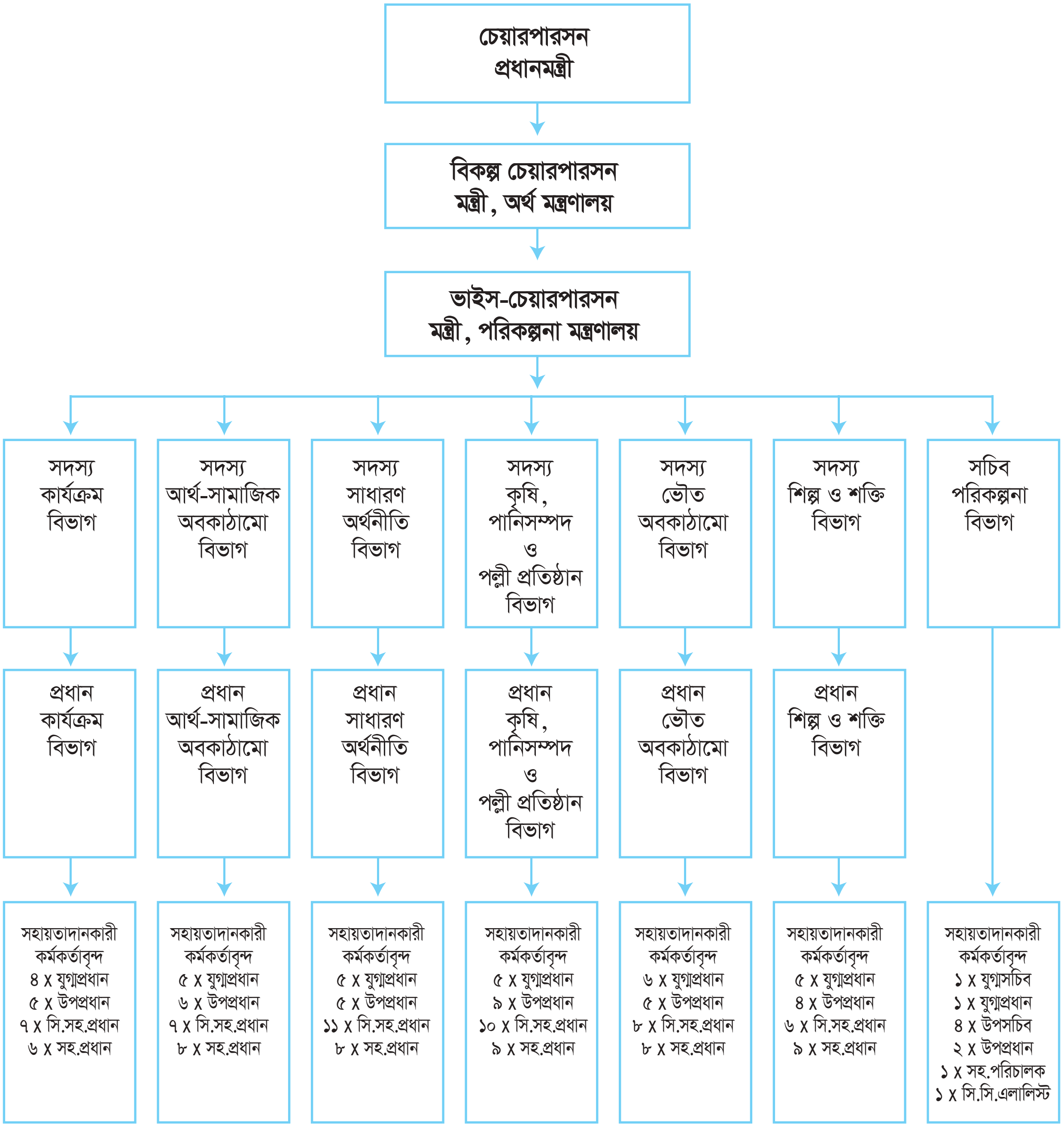

১.৫ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

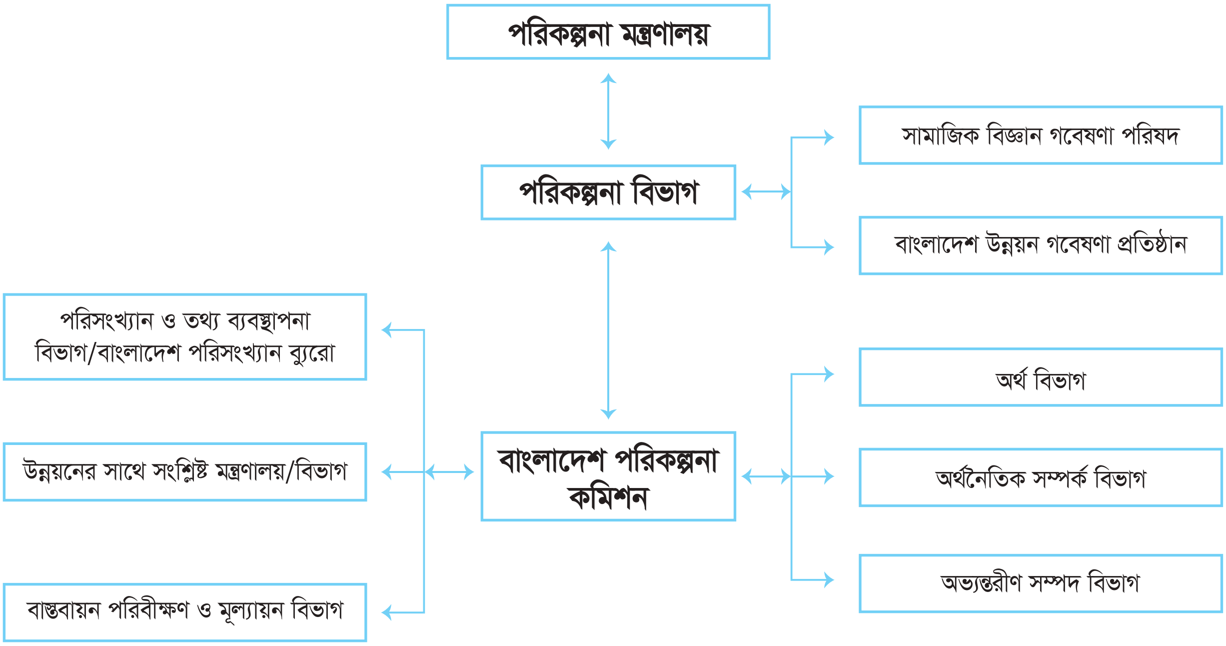

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা প্রদান করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন প্রদান করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

১.৫ এনইসি ও একনেক

১.৫.১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি জাতীয় নীতিগত উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে প্রণীত অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত দলিল বিবেচনা ও অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফোরাম।

১.৫.২ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) গঠন ও র্কাযপরিধি

১৫-০৪-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার “জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)” নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) পরিষদের গঠন

১.	শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রিসভার সকল সদস্য	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৩-৮. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব
এ পরিষদে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) পরিষদের কার্যপরিধি

১. দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;
২. পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;
৩. উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; ও
৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

(ঘ) পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১.৫.৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি যা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের যাচাই, বিনিয়োগ অনুমোদন ও অগ্রগতি তথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

১.৫.৪ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর গঠন ও কার্যপরিধি

১১-০৮-২০২১ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০১.২০.৫৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)" নিম্নরূপে পুনর্গঠন করেছে:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩.	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্মুদ মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	ডাঃ দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	জনাব এম এ মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জনাব শ. ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	ড. শামসুল আলম প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

(খ) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৬. সচিব,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮-১৩. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
১৪. সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) **কমিটির কার্যপরিধি**

১. সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;
২. সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;
৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;
৫. দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা; এবং
৬. বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(ঘ) কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
(ঙ) পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন (মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৩)।

১.৬ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের জনবল কাঠামো

৯ম থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সদস্য	০৫
২.	প্রধান	০৬
৩.	যুগ্মপ্রধান	৩০
৪.	উপপ্রধান	৩৩
৫.	উপপ্রধান (নন-ক্যাডার)	০১
৬.	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৪৯
৭.	সহকারী প্রধান	৪৮
৮.	গবেষণা কর্মকর্তা	০৯
	মোট:	১৮১

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭৫
৩.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০২
	মোট:	১০৬

১১তম থেকে ১৮তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১০
২.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৯
৩.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩
৪.	ফটোকপি অপারেটর	০২
	মোট:	৬৪

১৯তম থেকে ২০তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	অফিস সহায়ক	১২৫
	মোট:	১২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি ও অর্জন

পরিকল্পনা বিভাগ

২.০ পরিকল্পনা বিভাগের কার্য পরিধি ও অর্জন

বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'পরিকল্পনা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২.১ পরিকল্পনা বিভাগের ভিশন

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

২.২ পরিকল্পনা বিভাগের মিশন

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

২.৩ পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) কে পরিকল্পনা বিভাগ নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দায়িত্ব ছাড়াও পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;
- একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন;
- নতুন শক্তি (Energy) সম্ভাবনার উপর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং শক্তি (Energy) সংশ্লিষ্ট সকল আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন;
- জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি ও প্রক্রিয়াকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান;
- যে কোন সেক্টরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ এবং এ জাতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত চুক্তি সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশনসহ পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;
- পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের তথা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (এসএসআরসি) প্রশাসন ও এর নিয়ন্ত্রণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষকদের প্রণোদনা প্রদান, কার্যকর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিবেদন/জার্নাল প্রকাশ;
- পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন;
- পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন;
- পরিকল্পনা বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন কাজের ফি প্রদান (কোর্ট ফি বাদে)।

২.৪ পরিকল্পনা বিভাগের জনবল কাঠামো

৯ম থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সচিব	০১
২.	যুগ্মসচিব	০১
৩.	যুগ্মপ্রধান	০১
৪.	উপসচিব	০৪
৫.	উপপ্রধান	০২
৬.	সহকারী পরিচালক	০১
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিবসহ)	১১

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
৮.	সহকারী সচিব	০২
৯.	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১
১০.	সহকারী প্রধান	০২
১১.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	০১
১২.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১
১৩.	প্রোগ্রামার	০১
১৪.	মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৫.	সহকারী প্রোগ্রামার	০২
১৬.	সহকারী মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
১৭.	আইন কর্মকর্তা (প্রেষণ)	০১
১৮.	বাজেট অফিসার	০১
১৯.	লাইব্রেরি অফিসার	০১
২০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২
২১.	ডকুমেন্টেশন অফিসার	০১
২২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট:	৪০

১০ম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	লাইব্রেরিয়ান	০১
২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭
৩.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১১
৪.	গবেষণা অনুসন্ধানী	০১
৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০২
	মোট:	৩২

১১ম থেকে ১৮তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	হিসাবরক্ষক	০৩
২.	ট্রেজারার	০১
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	০৭
৪.	ড্রাফ্টসম্যান	০৩
৫.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৫
৬.	ক্যাশিয়ার	০১
৭.	ক্যাটালগার	০২
৮.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯
৯.	ট্রেসার	০২
১০.	টেলিফোন অপারেটর	০২
১১.	প্রুপ রিডার	০১
১২.	ফটোকপি অপারেটর	০৩
১৩.	ক্যাশ সরকার	০২
	মোট:	৬১

১৯তম থেকে ২০তম গ্রেড

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	দপ্তরি	০২
২.	অফিস সহায়ক	৪৬
৩.	সর্টার	০১
৪.	বুক এটেনডেন্ট	০১
	মোট:	৫০

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগের অনুবিভাগসমূহের কার্যাবলি

২.৫.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগ ৪টি অধিশাখা (প্রশাসন অধিশাখা-১, প্রশাসন অধিশাখা-২, প্রশাসন অধিশাখা-৩ ও প্রশাসন অধিশাখা-৪) ও ৪টি শাখা (সাধারণ শাখা-১, সাধারণ শাখা-২, লাইব্রেরি শাখা, প্রটোকল শাখা) এবং আইসিটি সেল নিয়ে গঠিত। অধিশাখা/শাখা অনুযায়ী প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) প্রশাসন-১ ও ২ অধিশাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন-১ ও ২ অধিশাখার আওতায় ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাগণের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়ন, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, শৃঙ্খলাজনিত বিষয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, পদ সৃজন, স্থায়ীকরণ ও নিয়মিতকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগের স্থায়ী নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন-১ ও ২ অধিশাখা কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

- গবেষণা কর্মকর্তা হতে সহকারী পরিচালক (নন-ক্যাডার, ৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে ০১জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়;
- পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেলের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪টি, পরিকল্পনা বিভাগের আইসিটি সেল, আইন সেল এবং পরিকল্পনা শাখার জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৫টি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের PIM (Public Investment Management) Reform অনুবিভাগের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১০টি পদের মেয়াদ ০৩ বছর সংরক্ষণের আদেশ জারি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ের জন্য পদসমূহ সংরক্ষণের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ অধিশাখা হতে ১২টি পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ০৭টি পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।

(খ) প্রশাসন অধিশাখা-৩ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অধিশাখা-৩ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রশাসন অধিশাখা-৩ কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ২য় শ্রেণি (গ্রেড-১০) ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১১-১৮) সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ২য় শ্রেণির (গ্রেড-১০) কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড ১১-১৮) কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা-সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন ও চাকরি সার্ভিস বইতে লিপিবদ্ধকরণ, টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ণ, কল্যাণ পরিদপ্তর হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ণ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, কর্মচারীদের সার্ভিস বুক তৈরি ও হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লিখিত কাজের পাশাপাশি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১২-১৮) ২০টি এবং ৪র্থ শ্রেণির (গ্রেড-১৯-২০) ২৮টিসহ মোট ৪৮টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ০৮জন কর্মচারীকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং ০১ জন কর্মচারীকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ২য় ও ৩য় শ্রেণির (গ্রেড-১০-১৮) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(গ) প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন অধিশাখা-৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ৪র্থ শ্রেণির (১৯-২০ গ্রেডের) কর্মচারীগণের সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (পরিকল্পনা বিভাগের নিয়োগ বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত) কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম এ শাখা হতে সম্পন্ন হয়।

প্রশাসন অধিশাখা-৪ এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে:

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথাঃ সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, বার্ষিক বর্ধিত বেতন, নিয়োগ পরবর্তী বদলি, কর্মরত কর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, পাসপোর্ট প্রদানের জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি), চিকিৎসাজনিত সাহায্যের আবেদন অগ্রায়ন, অবসরোত্তর ছুটি, স্বেচ্ছায় অবসরোত্তর ছুটি এবং পারিবারিক পেনশনসহ পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের কর্মরত ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) এ শাখায় সংরক্ষণ, এসিআর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসন শাখা-৪ এর অধীন কর্মরত নতুন নিয়োগসহ ১৬১ জন অফিস সহায়কের সার্ভিস বুক হালনাগাদ করা, বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক ০৪ জন-কে উচ্চতর গ্রেড এবং ০৬ জন কর্মচারীর অনুকূলে শিক্ষা সহায়ক ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ০৭ জন প্রিভিলেজ স্টাফ এবং প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ০৭ জন প্রিভিলেজ স্টাফ এর পদের মেয়াদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(ঘ) সাধারণ শাখা-১ এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী'র দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দপ্তরসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ ২,২২,৮৭০/- (দুই লক্ষ বাইশ হাজার আটশত সত্তর) টাকা, শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি বাবদ ২,০৮,১৫০/- (দুই লক্ষ আট হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ১৭-২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের পোশাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ ৯,৪৮,৪৭৫/- (নয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা, আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৮,৪৭,৭৮০/- (আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশত আশি) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ১,৯৯,৬৩৫/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ) টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফ্রিজ) ক্রয় বাবদ ৮৪,৯০০/- (চুরাশি হাজার নয়শত) টাকা, আসবাবপত্র/মালামাল সরবরাহ/ক্রয় বাবদ ৫,১০,১০০/- (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার একশত) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্র অনুযায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ বরাবরে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের স্বেচ্ছাধীন তহবিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৭,৫০,০০০/- (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়।

(ঙ) সাধারণ শাখা-২ এর কার্যাবলি

সাধারণ শাখা-২ এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ:

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ ১৩,৫২,৪৪৩/-(তেরো লক্ষ বায়ান্ন হাজার চারশত তেতাল্লিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের দপ্তরে ব্যবহৃত ইন্টারনেট বিল বাবদ সর্বমোট ১১,৮১,৮৫০/- (এগারো লক্ষ একাশি হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, একনেক সভাসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য মনিহারি মালামাল সরবরাহের বিল বাবদ ২৮,০৫,০০০/- (আটাশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পত্রিকা, ম্যাগাজিন সরবরাহের বিল বাবদ ১৬,৭৯,৮৬২/- (ষোল লক্ষ উনআশি হাজার আটশত বাষট্টি) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে প্রিন্টারের টোনার, ফটোকপিয়ারের টোনার, ফ্যাক্স টোনার, এন্টি ভাইরাস, মাল্টি প্লাগ ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ৩৮,৮২,৮৭৫/-(আটত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি মেরামত বাবদ সর্বমোট=১০,০০,৮০০/- (দশ লক্ষ আটশত) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সর্বমোট ৯,৫৯,৩০৯/- (নয় লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত নয়) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে প্রিন্টার, ডুপ্লেক্স প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট= ৩৯,৯৫০/- (উন চল্লিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে পাটের ব্যাগসহ অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট=৯,৮৮,৭৬০/-(নয় লক্ষ আটাশি হাজার সাতশত ষাট) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি সরবরাহ বাবদ সর্বমোট=৪,৮৮,৯৫৫/- (চার লক্ষ আটাশি হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন সেট ক্রয় বাবদ সর্বমোট ৫,৩০,৭৩৫/- (পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদন সংক্রান্ত বই মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ সর্বমোট ৯,৫৯,৩০৯/- (নয় লক্ষ উনষাট হাজার তিনশত নয়) টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া সাধারণ অধিশাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কাজসমূহ:

- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এ বিভাগ হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদান করা;
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদানের জন্য আদেশ জারি করা;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের নিরাপত্তার জন্য ১নং ও ২নং গেইটে পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন, কমিটি গঠন, সভা আহ্বান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ক্যান্টিন পরিচালনা, কমিটি গঠন, তদারকি এবং এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন এর জন্য ফোল্ডার, কলম, নামাঙ্কিত মগ ও ব্যাগ সরবরাহ করা;
- পরিকল্পনা বিভাগের লাইব্রেরী শাখার জন্য চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের বই সরবরাহ করা; এবং
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

(চ) প্রটোকল অধিশাখা এর কার্যাবলি

- প্রটোকল অধিশাখার আওতায় প্রটোকল, সম্মেলন কক্ষ এবং গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অধিশাখা হতে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়:
- এনইসি/একনেক এবং পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সভা সংক্রান্ত: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এনইসি/একনেক সভাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠানের জন্য এনইসি সম্মেলন কক্ষ, কমিটি কক্ষ-১ এবং অডিটরিয়ামসহ সকল সভাকক্ষ প্রস্তুত করা এবং আপ্যায়ন সরবরাহ ও পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- একনেক, এনইসি সভার এসবি পাস এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশনের দর্শক গ্যালারি পাস সংগ্রহ ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিকল্পনা বিভাগের অর্গানোগ্রামভূক্ত নতুন গাড়ি ক্রয় এবং অকেজো/পুরাতন গাড়ি বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাগণকে প্রাপ্যতা অনুসারে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাদের সাটল সার্ভিস সেবা প্রদান এবং কর্মকর্তাগণের (পিআরএল/বদলি জনিত) যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত না-দাবী প্রদান করা হয়।
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভিসা, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং ভিআইপি প্রটোকল সেবা প্রদান।
- জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে এনইসি সম্মেলন কক্ষ, কমিটি কক্ষ-১, এনইসি অডিটরিয়াম এবং নতুন ভবন বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

- ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস/জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ৫ আগস্ট শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা এঁর জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) আইসিটি সেল এর কার্যাবলি

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (www.mop.gov.bd), পরিকল্পনা বিভাগ (www.plandiv.gov.bd) ও পরিকল্পনা কমিশনের (www.plancomm,gov.bd) তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। সভা, দরপত্র, নিয়োগ সংক্রান্ত, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিভিন্ন অফিস আদেশ, জি.ও/ভ্রমণ/প্রশিক্ষণ, বাৎসরিক বাজেট, বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা, সকল ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিনিধি কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তালিকা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, এডিপি/আরএডিপি প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (CC), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS), তথ্য অধিকার (RTI), উদ্ভাবনী কার্যক্রম, সেবা সহজিকরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেবাবক্স আপডেটকরণ, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকাসহ বিভিন্ন তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ও সফটওয়্যার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, Census, টেলিফোন ডিরেক্টরি, রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল সফটওয়্যার সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের Basic Computer Literacy এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫-২০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব" শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এটুআই এর সহযোগিতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ০৫টি সার্ভিসকে ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের বিস্তারিত ডিজাইন ও TOR প্রস্তুত করা হয়, যার তালিকা নিম্নরূপ-

১.	Project Processing, Appraisal & Management System
২.	National Plan Management System
৩.	GIS Based Resource Management System
৪.	Research Management System
৫.	ADP/RADP Management System

- ০৫টি সার্ভিস এর মধ্যে ADP/RADP Management System সার্ভিসটি পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সফটওয়্যারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এডিপি এবং আরএডিপি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।
- বাকি ০৪টি সার্ভিস পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে Project Processing, Appraisal & Management System সফটওয়্যারটি ০৩/০৪/২০২২ তারিখে পাইলটিং পর্যায়ে উদ্বোধন হয়েছে। ৩০/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩১ টি প্রকল্প পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে এন্ট্রি করা হয়েছে। বর্তমানে এজেন্সি পর্যায়ে ১৬টি, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ১৩টি, কমিশন পর্যায়ে ১টি এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তরে ১টি প্রকল্প পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে এন্ট্রি করা হয়েছে।
- Research Management System (RMS) সফটওয়্যারটি ০৩/০৪/২০২২ তারিখে পাইলটিং পর্যায়ে উদ্বোধন করা হয়েছে। গবেষণা প্রস্তাবনা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য ২০/০৪/২০২৩ তারিখ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বর্তমানে অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

National Plan Management System (NPM) সফটওয়্যারটি ০৯/০৪/২০২২ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার শুরু হয়েছে।

GIS Based Resource Management System (GRM) সফটওয়্যার এর ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল ভবনে LAN, Wi-Fi এবং এনইসি সম্মেলন কক্ষ এবং এনইসি কমিটি কক্ষ-১ এ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিয়মিত ECNEC সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পরিকল্পনা বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে যা আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার এর মেইনটেন্যান্স সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

আইটি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে যা পরিকল্পনা বিভাগের ১৯ নম্বর ভবনে অবস্থিত।

ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে যে ৫টি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ডাটাসেন্টারে নতুন হার্ডওয়্যার সংযোজন করা হয়েছে।

(জ) লাইব্রেরি শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের প্রশাসনিক ও পেশাদারি কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যাঃ

বই ও পত্র-পত্রিকার হিসাবঃ

মোট বই	২৩,৫৮৬ টি (রেজিষ্টার তালিকাভুক্ত)
দৈনিক পত্রিকা	০৫ টি (ইত্তেফাক, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, Daily Star)
সাপ্তাহিক (বিদেশী)	০২ টি (The Economist, Time)
মাসিক	Reader’s Digest

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চার নিমিত্ত পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরিতে “বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে।

২.৫.২ বাজেট অনুবিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ একটি অন্যতম কার্যসম্পাদনকারী অধিশাখা। এ অধিশাখার মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন ব্যয় খাতের প্রস্তাবিত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণসহ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার চাহিদা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন উপযোজন ও পুনঃউপযোজন করা হয়। সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহনির্মাণ/গৃহ মেরামত, কম্পিউটার ও মোটরসাইকেল ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এছাড়া, শ্রমসাধ্য কাজের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মানী ভাতার প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক মঞ্জুরি আদেশ জারি এবং কর্মচারীদের যাতায়াত বিল প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণিঃ ১ পরিচালন ব্যয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্র.নং	অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন বাজেট)	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট বাস্তবায়নের হার	
১.	২০২২-২৩	৬৮,৯০,০৬	৬১,৫০,১৩	বরাদ্দের বিপরীতেঃ	৮৯.২৬%
				অর্থ ছাড়ের বিপরীতে	৯০.৪৮%

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট অধিশাখার আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

৩.১ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় অর্থ বিভাগের বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগের সংশোধিত বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেট (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩.২ বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে "মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়)" শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩.৩ সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ ও iBAS++ এ এন্ট্রিকরণ;

৩.৪ পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন কার্যাবলি সম্পাদন;

৩.৫ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রমসাধ্য কাজের জন্য সম্মানী ভাতার প্রস্তাব যাচাই -বাছাইপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;

৩.৬ বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১০ (দশ) বছরের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩.৭ পরিকল্পনা বিভাগের সচিবালয় এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ও উদ্বৃত্ত সমর্পণের হিসাব প্রণয়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থ বিভাগ ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

৩.৮ পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর Personal Ledger (PL) Account সৃজন, সরকারি সাহায্য মঞ্জুরির অর্থ উক্ত হিসাবে জমাকরণ ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধের নির্দেশনা সংক্রান্ত পত্র চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ;

৩.৯ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং পরবর্তী অর্থ বছরের মঞ্জুরি দাবি জাতীয় সংসদে ভোট গ্রহণকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকর্তৃক প্রস্তাব আকারে দাবি পেশ করে ভোট গ্রহণের অনুরোধ জানানোর জন্য পরিকল্পনা বিভাগের কাউন্সিল অফিসার বরাবর বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ ।

২.৫.৩ প্রশিক্ষণ শাখা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের প্রশিক্ষণ শাখা সৎ, একনিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত, যুগোপযোগী মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ শাখা হতে দেশী/বিদেশি প্রশিক্ষণসহ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। এ শাখা হতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সম্পৃক্ত বিষয়াবলিসহ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ শাখার কার্যপরিধিঃ

- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণের বিদেশ প্রশিক্ষণ/ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/শিক্ষা সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীসহ পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ/ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/শিক্ষা সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;

- পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের ৯ম গ্রেড হতে তদুর্ধ্ব গ্রেড (ক্যাডার ও নন-ক্যাডারসহ) এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- কর্মকর্তাগণ, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্যগণের বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ ভাতা অগ্রিমের সরকারি আদেশ জারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদলের পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন পরিদর্শন/সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন সংক্রান্ত কার্যাদি;
- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিদেশ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/শিক্ষা সফর সংক্রান্ত ভ্রমণের সরকারি আদেশ জারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পদ সৃষ্টি, শূন্য পদে ছাড়করণ ও পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ জারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠান এর বাৎসরিক বাজেট বিভাজন ও অর্থ ছাড়ের আদেশ জারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর নতুন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন:

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসুচির আওতায় বিভিন্ন ব্যাচে ৯৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র আওতায় ৮টি সূচকে বিভিন্ন ব্যাচে ৮৩৭ জন কর্মকর্তা-কে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নব যোগদানকৃত ১৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে National Defence College এর প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, National Deffence College, Kenya, National Defence Course (NDC)-2022, Zimbabwe National Defence University (ZNDU) সহ বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে Development Planning in Bangladesh: History Process and Achievement বিষয়েও বিভিন্ন ব্রিফিং সেশন আয়োজন করা হয়।

The Briefing Session for Delegation of Zimbabwe National Defence University (ZNDU)

ARMED Forces War Course (AFWC)-2023 কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশন পরিদর্শন

২.৫.৪ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের লক্ষ্যে ০৩/০৭/২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের সাথে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪" স্বাক্ষরিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১৮টি কার্যক্রমের আওতায় ২৭টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। ২৭টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ২৭টি পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চা উৎসাহিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ০৯/০৬/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NIS) ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৫টি কার্যক্রম রয়েছে। ১৫টি কার্যক্রম পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৫০। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা কমিশনের ০৩(তিন)জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২য়-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের মধ্যে জনাব খন্দকার আহসান হোসেন, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে জনাব ফারজানা ববি, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং ১৭তম-২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে জনাব মালা খাতুন, অফিস সহায়ক, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তি:

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ প্রণয়ন করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব সত্যাজিত কর্মকার জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার (২০২২-২০২৩) পুরস্কার গ্রহণ

পরিকল্পনা বিভাগ ও বিআইডিএস এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

পরিকল্পনা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ০৩/০৭/২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনলাইনে ০৯টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ০৯টি অভিযোগের সাথে পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্টতা না থাকায় নথিজাত করা হয়েছে অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অভিযোগ বাক্সেও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সিটিজেন চার্টার ০৪ (চার) বার হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার (২০২২-২০২৩) পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান

পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

২.৫.৫ হিসাব শাখার কার্যাবলি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ৩৮০ জন কর্মকর্তা ও ২৬০ জন কর্মচারীর মাসিক বেতন বিল অনলাইনে সিএএফও অফিসে প্রেরণ ও বেতন বিবরণী নির্ধারণী তৈরি করা হয়। সম্মানী ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, গৃহনির্মাণ অগ্রিম, গৃহ মেরামত অগ্রিম, মটরসাইকেল অগ্রিম, কম্পিউটার অগ্রিম, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, থোক অর্থ, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা এবং আনুষঙ্গিক খরচের বিল তৈরি করে অডিট অফিসে উপস্থাপন এবং অডিট অফিস হতে চেক সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত ১৯৩৮টি চিঠিপত্রের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অত্রবিভাগ/কমিশনের বাজেট প্রণয়নের সুবিধার্থে প্রতিমাসের খরচের হিসাব বিবরণী তৈরি করে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্যাশবই ও যাবতীয় রেজিষ্টারগুলি সুষ্ঠুভাবে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত আনুমানিক ১২০টি নথির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ এর মাসিক হিসাব প্রস্তুত করে প্রতিমাসেই বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিমাসে অত্র বিভাগের চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ে মাসিক খরচের হিসাব বিবরণীর সাথে মাসিক হিসাব বিবরণী সমন্বয় করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটের জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পরিকল্পনা বিভাগ (রাজস্ব খাত)	১০	১.৫৬ (এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ)	১০	০৫	১.৩৭ (এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ)	০৫	০.১৯ (উনিশ লক্ষ)
	মোটঃ	১০	১.৫৬	১০	৫	১.৩৭	০৫	০.১৯

২.৫.৬ এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ (ক) এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখা এবং (খ) একনেক অধিশাখার সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত অনুবিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে:

কার্যাবলি:

১. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা আয়োজন;

৩. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ;

৪. মহান জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রশ্নোত্তর প্রদানের জন্য তথ্যাদি প্রেরণ:

৫. বিবিধ।

(ক) এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখা:

২০২২-২৩ অর্থবছরে এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি/অর্জন:

i. **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভা সংক্রান্ত:**

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর দুইটি সভা যথাক্রমে ০১ মার্চ ২০২৩ এবং ১১ মে ২০২৩ তারিখে আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

০১ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম এনইসি সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপঃ

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি জুলাই ২০২২ হতে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- বিবিধ।

১১ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় এনইসি সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপঃ

- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
- বিবিধ।

ii. **পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা সংক্রান্তঃ**

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এনইসি সভার পূর্বে এনইসি সভার আলোচ্যসূচির ওপর যথাক্রমে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এবং ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ২টি বর্ধিত সভা ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

iii **সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্তঃ**

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির (২৮/০৭/২০২২, ২২/০৯/২০২২, ২০/১১/২০২২, ২৯/০১/২০২৩, ২৩/০২/২০২৩, ২৭.০৪.২০২৩ এবং ২২/০৬/২০২৩ তারিখ) অনুষ্ঠিত মোট ০৭ টি সভায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়;

iv **জাতীয় সংসদ অধিবেশন সংক্রান্তঃ**

একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২২ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্তর দানের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ২২২টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) একনেক অধিশাখাঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনেক অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি/অর্জনঃ

i **একনেক সভা সংক্রান্ত**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক এর মাননীয় চেয়ারপার্সন এর সভাপতিত্বে ১৫টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে মোট ১৪২টি (৮২টি নতুন এবং ৬০টি সংশোধিত) প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১৫ টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৮৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

ii **প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি**

পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে "উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ০৪টি ব্যাচে মোট ৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় 'বাংলাদেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা' শীর্ষক একটি সেমিনার এবং 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা পরিপত্র অবহিতকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ' সংক্রান্ত দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে
২০২২-২৩ অর্থবছরের ১০ম একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন, ২১ মার্চ ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক
সভায় সভাপতিত্ব করেন, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায়
দেশ রূপান্তরের কারিগর শেখ হাসিনা' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন, ১৮ এপ্রিল ২০২৩

২.৫.৭ পরিকল্পনা অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা শাখায় পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে সংশোধনসহ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রমও এ শাখায় করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হলো:

- যথাযথ ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ/দপ্তরকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য:

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি এবং প্রয়োজনবোধে অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধনে সহায়তা করা।

পরিকল্পনা অধিশাখা কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

পরিকল্পনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি (প্রকল্প দলিল) অনুযায়ী প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও সংরক্ষণ, বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধিত বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন এ অধিশাখার কাজ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ কোটি টাকা	আরএডিপি বরাদ্দ কোটি টাকা	প্রকৃত ব্যয় কোটি টাকা	আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (%)
২০২২-২০২৩	১৮ টি	১৩৭.০২০০	১৩৩.৯৮০০	৮৫.৮৯৭৭	৬৪.১১%

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের আওতায়
পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তালিকা:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	মোট
ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিকল্পনা বিভাগ				
১	২২৩০৩৭২০০-উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৫)	৫৭৭৮.০০	০.০০	৫৭৭৮.০০
২	২২৪০০২৫০০-ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	১৭১৯.০০	০.০০	১৭১৯.০০
৩	২২৩০৩৪৯০০-পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫)	২৪৫৩.০১	০.০০	২৪৫৩.০১
৪	২২৪৩১৯৩০০-বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রদর্শন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩	২১০৩.০০	০.০০	২১০৩.০০
৫	২২৪২৩৭৩০০-বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৩)	১৬২৪.০০	০.০০	১৬২৪.০০
৬	২২৪৩৬৫৮০০-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবনসমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ" (জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪)	৪০০৮.৪০	০.০০	৪০০৮.৪০
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কার্যক্রম বিভাগ				
৭	২২৪১২৮৭০০-কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২৫)	৩৮৯৬.৯৬	০.০০	৩৮৯৬.৯৬
৮	২২৩০০২১০০-স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসপিআইএমএস) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ১৪ হতে জুন ২০২৪)	১২৬৭.০০	৫৮৮০.০০	৭১৪৭.০০
৯	২২৪০০৩০০০-আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ১৫ হতে অক্টোবর ২০২৩)	৩০০.০০	৪২৩০.০০	৪৫৩০.০০
১০	২২৩০৩৩৭০০-ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	১৭০.০৮	১৪৬২.৪৭	১৬৩২.৫৪
১১	২২৩০৪৬১০০-জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪)	৯৮.০০	৩৯৮৬.৪০	৪০৮৪.৪০
গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ				
১২	২২৩০১৩৪০০-উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৫)	২৯৫২.০০	০.০০	২৯৫২.০০
১৩	২২৪২৯৫৬০০-"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ" (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	২৭১০.০০	০.০০	২৭১০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়		
		জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	মোট
১৪	২২৩০৩৮৪০০-Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan-2100 প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	৬৯১.৪৬	৪৬০৪.০০	৫২৯৫.৪৬
১৫	২২৩০৪৭২০০-Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies' (জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬)	২৫.০০	৩০১.০০	৩২৬.০০
ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ				
১৬	২২৩০১৩৩০০-সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৭ থেকে জুন ২০২৩)	১৭৮৯.০০	০.০০	১৭৮৯.০০
ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ				
১৭	২২৪৩৫২৪০০-আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (অক্টোবর ২০২১ থেকে জুন ২০২৪)	১৬৪০.৮৫	০.০০	১৬৪০.৮৫
চ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বিআইডিএস				
১৮	২২৪২৯৬৭০০-"বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম" (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪)	৪৬৩.৬১	০.০০	৪৬৩.৬১

২.৫.৮ সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ

(ক) সমন্বয় শাখা এর কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি অনুযায়ী সমন্বয় শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা/আইন/বিধিমালার ওপর পরিকল্পনা বিভাগের মতামত প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক ও মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সমন্বয় শাখার কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কিত চাহিত তথ্যাদি সমন্বিতভাবে সমন্বয় শাখার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক ও ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন, পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সংক্রান্ত ত্রৈ-মাসিক তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস ২০২২' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয় এবং এ উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখ পরিকল্পনা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচক ১.৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর (৮) ১ ধারার ভিত্তিতে ৩জন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা বিভাগের কার্যাবলি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩ তম
জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩ তম জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন

- শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালন/উদ্‌যাপন করা হয়;
- "মহান বিজয় দিবস ২০২২" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১টি ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

মহান বিজয় দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন

(খ) আইন শাখার কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আইন শাখা পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন/কনটেম্পট পিটিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এতদ্ব্যতীত চলমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য এবং অগ্রগতি তদারকির জন্য আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর উইং এবং মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিম্নবর্ণিত ০২টি মামলা শুনানীর অপেক্ষায় আছেঃ

(ক)	**মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে চলমান রিট পিটিশন মামলার সংখ্যা- ২ (দুই)**	**(১) রিট পিটিশন নং- ৯০৫৩/২০১৯** **(২) রিট পিটিশন মামলা নং-৬১৫৭/২০২১**

২.৫.৯ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) রূপরেখা অনুযায়ী সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করা। উক্ত লক্ষ্য পূরণে প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বের বহুদেশে এসএসআরসির মত প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের গবেষণায় ভূমিকা রাখছে। এ প্রতিষ্ঠানটি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান Association of Asian Social Science Research Council (AASSRC) এর সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল- ২০২২ (সংশোধিত) অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

লক্ষ্য: (Vision) সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়-সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

কর্মক্ষেত্র:

- তরুণ গবেষক তৈরিতে প্রমোশনাল ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান।
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমফিল ও পিএইচডি ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি।
- ফেলোশিপ ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান।
- এসএসআরসি'র মঞ্জুরি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বঙ্গবন্ধু গবেষণা কার্যক্রমের উপর গবেষণা মঞ্জুরি ।
- এসএসআরসি'র অধীনে সমাপ্তকৃত গবেষণাগুলো এসএসআরসি'র ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে সংরক্ষণ।

টার্গেট গ্রুপ:

- তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া নতুন গ্র্যাজুয়েট ।
- এমফিল এবং পিএইচডি গবেষক, নিজ নিজ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত।
- গবেষণা বৃদ্ধিতে গবেষকদের নিয়ে কাজ করে যে-সব প্রতিষ্ঠান।
- যে-সব প্রতিষ্ঠান গবেষণা প্রনালীবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে।
- বিশেষজ্ঞ গবেষক।

মূল কাজ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সামাজিক গবেষণার চাহিদা যাচাইসহ নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন:

- স্টেকহোল্ডারদের সাথে গবেষণার তথ্য আদান প্রদান করা।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ।
- এসএসআরসি'র জার্নালে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা এবং
- প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা, বই এবং জার্নালগুলো সংরক্ষণ করা।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের কার্যক্রমসমূহ

ক. গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান

এসএসআরসি তিন ক্যাটাগরির গবেষণায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এই তিনটি ক্যাটেগরি হলো: ০১. প্রমোশনাল গবেষণা, ০২. ফেলোশিপ গবেষণা, ০৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা। এই তিন ক্যাটাগরির গবেষণায় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রণীত সংশোধিত গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের এসএসআরসি কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য মোট ৪৭টি গবেষণার বিপরীতে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই ৪৭টি গবেষণা হলোঃ (প্রমোশনাল-১৮টি, প্রাতিষ্ঠানিক-০৬টি, ফেলোশীপ-১৮টি, এমফিল ০১টি ও পিএইচডি-০৪ টি)।

খ. ওয়ার্কশপ ও সেমিনার

২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে মোট ২১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/কর্মশালার তালিকাঃ

ক্রমিক নং	সেমিনার/ কর্মশালার তারিখ	গবেষণার শিরোনাম
০১।	৩১-০৫-২০২৩	1.Use of ICT Educational Technology and its Impact on Learning Outcomes in Education System of Bangladesh: An Empirical Appraisal. 2. Prevalence and Predictors of Under nutrition Among Underprivileged Children of Tea Garden Workers in Sylhet. 3. Digital Education Materials in Primary Level: Challenges and Opportunities in Bangladesh.
০২।	১৮-০৫-২০২৩	1.Factors and Consequences of Elder Abuse: A Study in Rural Area of Bangladesh. 2.Road Trauma and First-Aid Mismanagement Challenges and Way Forward
০৩।	১৭-০৫-২০২৩	1.Transit Oriented Development (TOD) and Housing Affordability Paradigm: A Case Study on MRT line-6 2.Achievements of SDG-12 Sustainable Production and Consumption (SPC) Practices in Bangladesh: Mapping Policy and Actions
০৪।	১০-০৫-২০২৩	১.দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বেকার যুবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাভিত্তিক কর্মসংস্থান চাহিদা এবং সমস্যা নিরসনে সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ 2.Exploration of Teaching-Learning Experience of Students with Special Educational Need (SEN) in Mainstream Education in Khulna, Bangladesh
০৫।	০২-০৫-২০২৩	গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ কর্মশালা
০৬।	০৬-০৪-২০২৩	1.Quality Early Childhood Education (ECE): Divergence in School Facilities and Parental Desire for Children with Special Needs 2.Overweight Girls and Maternal Health Hazards: A Study Among Urban Adolescent College Students in Dhaka City
০৭।	২০-০৩-২০২৩	১.জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড পরবর্তী সশস্ত্র প্রতিবাদকারী যোদ্ধাগনের বর্তমান অবস্থা 2.The Role of Remittance on Socio economic wellbeing of International Migrant Workers Families in Bangladesh 3.Health Effects of Climate Disasters: A Study on Coastal Population in Satkhira District 4.Relationship Between Perceived Inter-parental Conflict, Parental and Intimate Partner Rejection and Suicidal Ideation of Bangladeshi Young Adults. 5.Health Care Accessibility of Aged Poor People in Rural Bangladesh: Challenge and Way Forward.
০৮।	১৬-০২-২০২৩	1.Physical Health Accessibility of Disabled Aged Poor Women in Rural Bangladesh: Constraints and Way Forward. 2.Food Habits and Activity Behavior of Obese Adolescent Girls: A Case Study in Dhaka City.

ক্রমিক নং	সেমিনার/ কর্মশালার তারিখ	গবেষণার শিরোনাম
০৯।	১৩-০২-০২২৩	১.ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী খুমী সম্প্রদায়ের জাতিগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জীবনমান উন্নয়নঃ একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষা 2.Pre-Marital Sexual Behavior and its Associated Reproductive Health Risk Factors: A Case Study Among University Female Students in Bangladesh.
১০।	০৭-০২-২০২৩	1.Livelihood Trajectory of Coastal Fishing Communities in Bangladesh: An Inquiry into their Ascents, Descents and Marginalities in Lives. 2.Socio-Economic Impact of Cochlear Implant Recipients in Bangladesh
১১।	১৬-০১-২০২৩	1.Fear of Sexual Assault and Personal Safety of Female Sophomore in relation to their Adjustment Problem in Bangladesh: An Analogy Study. 2.Poverty Alleviation and Rural Development Through Technology Based Solid Waste Management.
১২।	০৮-১২-২০২২	1.Information Literacy (IL) and Information & Communication Technology (ICT) Skills Among the Female Students of Rural Secondary Schools of Bangladesh. 2.Automation System for Rehabilitation on of Disable and Elderly People: A Trade-off Between Machines Intelligence and Consumer Trust.
১৩।	০১-১২-২০২২	1.Selection of Blast Tolerant Fine Aromatic Rice Landraces, Characterization, Development of High Yielding Variety Through Crossing and Embryo Culture in Changing Climatic Conditions in Dinajpur. 2.Rehabilitation of Elderly Women in Rural and Urban Areas
১৪।	২৪-১১-২০২২	1.Learning Environmental and Access to job Market: Technical and Vocational Education ২.মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
১৫।	২১-১১-২০২২	1.Attitudes Towards Homeopathic Treatment for Diabetes: An Inquaty into Patients & Physicians. 2.Sustainable Value Chain Development of Rice and Onion in Bangladesh.
১৬।	২৪-১০-২০২২	1.Corporate Social Responsibility Practices in Textile Industries: Study on Listed Companies in Dhaka Stock Exchange. 2.Role of Zakat in Financing SDGs Attainment in Bangladesh.
১৭।	২০-১০-২০২২	1.Implementation of Inclusive Education in Primary Education: Attitudes and skills of Class Teachers. 2.Perceiving the Secondary Impacts and Emerging Consequences of COVID-19 Among low and Middle Income Community People in Bangladesh.
১৮।	০৪-১০-২০২২	1.Assessment of Rooftop Gardening as a Supplement to Resilient Urban Household Food and Nutrition Security: A Case of Dhaka Metropolitan Area in Bangladesh. 2.Employment and Food Security of Haor People Through Climate Smart Agriculture: A Study
১৯।	১৯-০৯-২০২২	1.Integration of Public Health and Urban Planning to Attain Equity and Sustainability at urban Areas in Bangladesh 2. Vulnerability farm level adaption and resilience to cope with climate change and variability in drought prone areas of Bangladesh.
২০।	১২-০৯-২০২২	1.Online Teaching Learning in Public Universities: Challenges & Possibilities in COVID-19 and beyond 2.The Role of Remittance on Socio-economic Wellbeing of International Migrant Workers' Families in Rural Bangladesh
২১।	২০-০৭-২০২২	1.Consanguinity and its Impact on Probability of Autism in Inbreed Community of Bangladesh. 2.Climate Change, Disasters and Displacement: Copping Strategies and Resilience among the Char Land People in Bangladesh.

গ. গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ (Dissemination) কার্যক্রম

গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণাসমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে গবেষণা ফলাফল প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং উন্নয়ন কর্মীদের উপস্থিতিতে বিস্তরণ করা হয়। বিস্তরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়।

ঘ. গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান, বাছাইকরণ, ইনসেপশন কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন কার্যক্রম

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিবছর মে-জুন মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের পূর্বে চাহিদা যাচাই, সমীক্ষা, প্রচলিত নীতির গ্যাপ নির্ধারণ, এসডিজি তথ্য গ্যাপে গুরুত্বারোপ করে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২২ এবং এর সংশোধিত নিয়ম নীতি অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করা হয়। গবেষকের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, গবেষণা প্রস্তাবনার মান পরিমাপপূর্বক গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য ইনসেপশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করে গবেষণা প্রস্তাবনার মান নির্ধারণ করা হয়। প্রতি অর্থবছরের বাজেট বিবেচনায় নিয়ে ক্যাটেগরিভিত্তিক গবেষণা চূড়ান্ত করা হয়।

ঙ. গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের "গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ" বিষয়ক একটি সেমিনার ০২-০৫-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সকল সদস্য/সচিব/সিনিয়র সচিব এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব সত্যজিত কর্মকার।

চ. গবেষণা ও জার্নাল প্রকাশ কার্যক্রম

গবেষণার ফলাফল প্রকাশ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির অধীন সম্পন্নকৃত গবেষণাসমূহের মান বিবেচনায় নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) প্রকাশিত হয়। সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ বছরভিত্তিক একটি গুচ্ছ বই আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। প্রকাশিত সকল জার্নাল ও অন্যান্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

Multidisciplinary Journal of
Social Science Research Council

ছ. গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও আর্থিক মঞ্জুরি

২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ মোট ০৫ (পাঁচ)টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে। ১. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২. অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩. অর্থনীতি বিভাগ, জাহাংগীর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ৩,০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা করে এবং ৪. লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫. Bangladesh Institute of Governance and Management (BIGM) কে ৪,২৫,০০০/- (চারলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা করে সর্বমোট ২০,৫০,০০০/- (বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। ০৫ (পাঁচ) টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৮ জন।

২৭.০৫.২০২৩ তারিখে BIGM কর্তৃক পরিচালিত “Research Methodology Training Programme for Young Professional” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব সত্যজিত কর্মকার

০৭.০৬.২০২৩ তারিখে লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত “Fundamentals of Social Research Methodology” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব সত্যজিত কর্মকার

জ. বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার

এই সেন্টারে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অধীন পরিচালিত গবেষণার প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া অর্থবছর অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে ক্রয়কৃত পুস্তক ও গবেষণা সম্পর্কিত বই সংরক্ষণ করা হয় যা গবেষক, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, একাডেমিশিয়ানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা ও অন্যান্য বইসমূহ পদ্ধতিগত ও সুশৃঙ্খল উপায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেন্টারটি গবেষকদের জন্য গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখবে। সম্প্রতি সেন্টারটি মনোরম পরিবেশে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এই সেন্টারে একটি বঙ্গবন্ধু কর্ণার রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমটি ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে যাত্রা শুরু হয়। এ কার্যক্রমের অধীনে মোট ১২ (বার)টি গবেষণা চলমান আছে। ইতোমধ্যে ০৩টি গবেষণা সমাপ্ত হয়েছে। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের অধীনে সকল ক্যাটেগরিতে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনা, (কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নয়ন রাজনীতি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়) ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ করা হয়। এছাড়া জাতির পিতার উপর প্রকাশিত গবেষণাধর্মী পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এ ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০.০৩.২০২৩ তারিখে ০৫টি খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড পরবর্তী সশস্ত্র প্রতিবাদকারী যোদ্ধাগণের বর্তমান অবস্থা” বিষয়ে গবেষণা পেপার উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন, অধ্যাপক ও পরিচালক, সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার এর একাংশ

বঙ্গবন্ধু কর্ণার যা 'বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টারে' অবস্থিত। এখানে বঙ্গবন্ধুর একটি স্কেচ রয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই রয়েছে যা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে ও গবেষণা করতে ভূমিকা রাখবে

১৬.০১.২০২৩ তারিখে গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সেমিনার-২০২৩ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব সত্যজিত কর্মকার

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সেমিনার-২০২৩

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের আওতায় চলমান গবেষণার উপর ২০.০৩.২০২৩ তারিখে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সেমিনার-২০২৩-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, জনাব সত্যজিত কর্মকার

ঋ. সমাপ্তকৃত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের আপডেট ও নাগরিক সনদ

সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের বুকলেট এবং নাগরিকসনদ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নিয়মিত একটি প্রকাশনা। এটি বছরব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানটি যে-সকল কার্যক্রম করে থাকে তার উপর ভিত্তি করে প্রতিচ্ছবিভিত্তিক প্রতিবেদন সম্বলিত একটি প্রকাশনা যা মূলতঃ একটি বুলেটিন। এটি সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নাগরিক সনদ ও সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহের বুকলেট

ঞ. গবেষণা নীতিমালা পরিমার্জন কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক বিদ্যমান সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২২ অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট-এর পরিমার্জিত কপি বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ওয়েবসাইটেও (ssrc.portal.gov.bd) সফটকপি আপলোড করা হয়। প্রতিবছর এ কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নীতিমালার সমস্যাকেন্দ্রিক অংশের পরিমার্জন করা হয়। এ নীতিমালার কোন অংশে অস্পষ্টতা থাকলে তা পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করাও এ কার্যক্রমের অংশ।

ট. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রয়-সংক্রান্ত কার্যক্রমে সংশোধিত বাজেটসহ মোট বরাদ্দ ছিল ৩,১৮,৫৫,০০০/- টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২,৭৯,২৪,৫৪৭/- টাকা। ব্যয়ের হার ৮৮%।

ঠ. বাজেট ব্যয় বিভাজন

২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের মোট বরাদ্দ ছিল ৩,১৮,৫৫,০০০/-টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২,৭৯,২৪,৫৪৭/- টাকা। উদ্বৃত্ত রয়েছে ৩৯,৩০,৪৫৩/- টাকা। ব্যয়ের হার ৮৮%।

ড. প্রকাশনা প্রচার ও প্রকাশ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ (জুন, ১৯৮৩) জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত গবেষণাসমূহ) বই আকারে প্রকাশ করা হয়। এটি সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এসএসআরসি'র অধীন সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে। এটি পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩৭ টি চূড়ান্ত গবেষণাসহ মোট ৮৩২ টি গবেষণা ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষিত আছে।

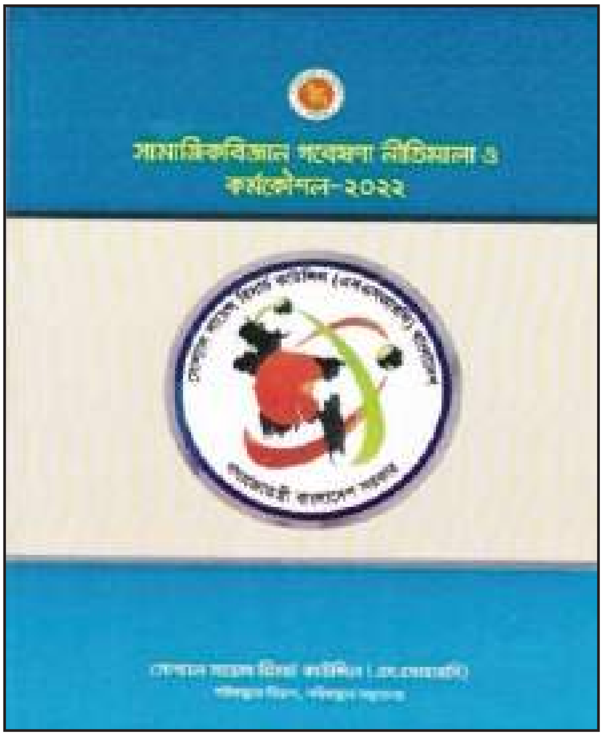

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০২২

২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত গবেষণার তালিকা

পিএইচডি গবেষণাঃ

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১	ড. মো: ইব্রাহিম হোসেন ,সহকারী অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ নিউ গর্ভনমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	বরেন্দ্র অঞ্চলে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধারা, ১২০০-১৮৫৮:খ্রি
০২.	ড. সালমা মোবারেক, উপপরিচালক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	Revenue Resource Mobilization for Sustainable Community Development by the Union Parishad in Bangladesh
০৩.	ড. মো: নুর ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ সদরপুর সরকারি কলেজ, ফরিদপুর	Impact of Climate Change on Agricultural Production in Bangladesh: An Econometric Analysis
০৪.	ড. জিন্নাত রেহানা , যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	Geo-Political Importance of East Asia and Pacific Rim: Its Impact on Unipolar World System
০৫.	ড. মো: আলী করিম সহকারী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব
০৬.	জনাব মোঃ শিহাবুল আলম ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	Integrating Library Services With Union Information and Services Center: A Joint Initiative towards Digital Bangladesh
০৭.	জনাব মোঃ রহিদুল ইসলাম, এমফিল গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	Community-based Adaptation Strategies in Combating Post Flood Situation: A Study on Northern Part of Bangladesh

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাঃ

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১.	ওমেন ফর ওমেন, সাধারণ সম্পাদক ১/২, শুক্রাবাদ, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭	Rehabilitation of Elderly Women in Rural and Urban Areas
০২.	ড. ওয়াজেদ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর।	Problems and Prospects of Adult Education in Bangladesh: Employment Perspective
০৩.	পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আই. আর. টি) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।	Selection of Blast Tolerant Fine Aromatic Rice Landraces, Characterization, Conditions in Dinajpur
০৪.	অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ও অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	An Assessment of Equity in Health in Bangladesh: A Scoping Review
০৫.	বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ নির্বাহী পরিচালক House# 50, Road# 8,Block-D, Niketon, Gulshan-1, Dhaka-1212	Impact of Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management on Poverty Reduction in the Context of Bangladesh
০৬.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট Hasina De Palace, Flat: 6/B, House: 6/14, Block: A, Lalmatia, Dhaka-1207	The Poverty Dilemma: Impacts of ADP Implementation in Haor Areas of Bangladesh

ফেলোশীপ গবেষণাঃ

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১.	ড. মো: নূরুল ইসলাম, প্রফেসর পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	Food Security Among Shantal Community in the Northern Region of Bangladesh
০২.	ড. মো: কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ও প্রকল্প পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	Influence of Family Setting on Female Juvenile Delinquents in Bangladesh
০৩.	ড. গোলাম রাব্বানী, অধ্যাপক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Situation of Middle-East bound Returnee Female Migrant Workers in Bangladesh
০৪.	ড. অভিজিৎ সাহা অপু, অধ্যাপক এ্যানিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২	Entrepreneurship Development among Women through Community Based Goat Rearing in Char Areas of Bangladesh
০৫.	ড. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, ভাইস চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।	Consanguinity and Its Impact on Probability of Autism in Inbred Community of Bangladesh
০৬.	Dr. Md. Badiuzzaman Khan Associate Professor, Department of Environmental Science Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202	Indoor Air Pollution from Household Cooking Fuels and Its Effect on Health in Rural Communities in Bangladesh.
০৭.	ড. মুহাম্মদ উমর ফারুক, সহযোগী অধ্যাপক ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।	The Role of Weather Elements on Violent Crime in Bangladesh: An Exploratory Study
০৮.	ড. জি.এম মনিরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক এগ্রিবিজনেস বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	Vulnerability, farm-level adaptation and resilience to cope with climate change and variability in drought-prone areas of Bangladesh
০৯.	Dr. Muhammad Akram Uzzaman Professor, Department of Psychology, Jagannath University, Dhaka	Fear of Sexual Assault and Personal Safety of Female Sophomore in relation to their Adjustment Problem in Bangladesh: An Analogy Study
১০.	মুহম্মদ সাইদ উল্লাহ্, Assistant Professor Dept. of Physiology and Physiology and Molecular Biology, Bangladesh University of Health Sciences;	Dyslipidemia in Bangladesh population: role of common gene variants
১১.	ড. রনজিৎ কুমার সরকার উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) এনএটিপি-২ প্রকল্প, কৃষি মন্ত্রণালয়।	Socio-Economic Impact of Cochlear Implant Recipients in Bangladesh
১২.	Dr. Mohammad Shahidul Islam Associate Professor and Dean Faculty of Business University of Information Technology and Science (UITS)	Corporate Social Responsibility (CSR) Practices in Textiles Industries : Study on Listed Companies in Dhaka Stock Exchange (DSE)
১৩.	Md. Rabiul Islam, Professor Institute of Social Welfare and Research University of Dhaka.	The Role of Remittance on Socioeconomic wellbeing of International Migrant Workers Families in Rural Bangladesh
১৪.	Dr Md. Jahangir Alam Assistant Professor, Department of Japanese Studies, Faculty of Social Sciences, University of Dhaka	Quality Early Childhood Education (ECE): Divergence in School Facilities and Parental Desire for Children with Special Needs

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
১৫.	জনাব আবুল কাশেম সহযোগী অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), সিলেট	Menstrual and Sexual Health Practices and Challenges among Adolescent Girls: A Study in Sylhet Division
১৬.	Dr. Md. Saiful Islam Professor 5/10 Pallabi, Mirpur, Dhaka Department of Economics and Finance, University of Hail, KSA	Poverty Alleviation and Rural Development through Technology-Based Solid Waste Management
১৭.	ড. নাজমুন নাহার, অধ্যাপক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Assessment of Rooftop Gardening as a Supplement to Urban Household food and Nutrition Security: A Case of Dhaka Metropolitan Area in Bangladesh
১৮.	ড. মো: আবু তাহের সদস্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, ঢাকা	Use of ICT/ Educational Technology (ET) and its impact on Learning Outcomes (Los)in Education System of Bangladesh : An Empirical Appraisal
১৯.	মোহাম্মদ আশরাফুল আলম সহযোগী অধ্যাপক মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল	Social and Criminogenic Impact of Rohingya Refugees Settlement in Bangladesh: An Empirical Study at Cox's Baza

প্রমোশনাল গবেষণাঃ

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা	গবেষণার শিরোনাম
০১.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা	Socio Economic Factors Affecting Infant Mortality Rate and Its Influence on Sustainable Development Goals (SDG)
০২.	জনাব ড. জান্নাতুল ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা	Women Entrepreneurship Development in Bangladesh through Union Digital Centre (UDC): A Study on Six Selected Union Parishads in Bangladesh
০৩.	জনাব রাহুল চন্দ্র সাহা, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	Suicidal Behaviour among the Adolescents of Dhaka City: Factors, Consequences and Possible Solution
০৪.	Janab Kazi Khaled Shams Chisty, Associate Professor, Faculty of Business Administration, International University of Business Agriculture and Teachnology (IUBAT), Dhaka	Food Habits and Activity Behavior of Obese Adolescent Girls: A Case Study in Dhaka City
০৫.	জনাব মোঃ ফয়েজ, সহকারী পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ি, ঢাকা	Sustainable Value Chain Development of Rice and Onion in Bangladesh

২.৫.১০ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, যাচাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদিত প্রকল্পের তথ্য সংরক্ষণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সাম্প্রতিককালে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত দশটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে:

1. Project Processing, Appraisal & Management System (PPS)
2. National Plan Management (NPM
3. GIS based Resource Management (GRM)
4. ADP/RADP Management System (AMS)
5. Disaster and Climate Risk Information Platform (DRIP)
6. Digital Data base and Archive System (DDAS)
7. Planning Information System (PLIS)
8. Ministry Assessment Format (MAF)
9. Sector Appraisal Format (SAF) এবং
10. Research Management System (RMS)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানসহ অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য AMS software এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণপূর্বক আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। বরাদ্দ প্রদানসহ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম AMS software এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক PPS software তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের ডিজাস্টার অ্যাসেসমেন্ট (DIA) করা হয়েছে কিনা প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফরম (DRIP) ব্যবহার করে তা যাচাই করা হয়। এছাড়া GRM ও PLIS software ব্যবহার করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ যাতায়াত/যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার) লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনার সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাইয়ের জন্য NPM সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। PPS software এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাই, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকাভুক্ত কিনা এবং অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় বিবেচনার সময় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে (ডিপিপি/টিপিপি/টিএপিপি তৈরি ও পরবর্তী পর্যায়) জানার জন্য PPS & AMS দু'টি সফটওয়্যার পারস্পরিক নির্ভরশীল। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে DRIP, GRM, PLI এবং NPM সফটওয়্যারগুলোর ওপর PPS সফটওয়্যারটি নির্ভরশীল।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে Ministry Assessment Format (MAF) Sector Appraisal Format (SAF) তৈরি করা হয়েছে। PPS software এর মাধ্যমে প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়নের জন্য এ দু'টি ফরম্যাট (MAF/SAF) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

PPS software এর মাধ্যমে অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রকল্পের তথ্য AMS software এ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া অনুমোদিত প্রকল্পের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Digital Database and Archive System (DDAS) নামে একটি software তৈরি করা হয়েছে। PPS software এর মাধ্যমে অনুমোদিত প্রকল্পের তথ্য নিয়মিতভাবে DDAS software এ প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

PPS, DRIP, GRM, NPM, AMS এবং DDAS সফটওয়্যারগুলোর ইন্টিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া PPS এর সাথে PLIS এবং MAF ও SAF এর ইন্টিগ্রেশনও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক তৈরিকৃত iBAS++ এর সাথে AMS সফটওয়্যারের ইন্টিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজনের আলোকে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হবে। বর্তমানে PPS সফটওয়্যারের সাথে iBAS++ এর ইন্টিগ্রেশন এবং অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক তৈরিকৃত e-PMIS এর সাথে PPS সফটওয়্যারের ইন্টিগ্রেশন চলমান আছে। শীঘ্রই সফটওয়্যারগুলোর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হবে।

প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক Foreign Aid Management System (PAMS) নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর PPS সফটওয়্যারের সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হবে।

২.৫.১১ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা ও অনুন্নয়নের কারণ অনুসন্ধান এবং আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণ বিষয়ক স্বাধীন গবেষণা কার্য পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ১৯৭৪ সালে (বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন-২০১৭) সংসদীয় আইন দ্বারা গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নীতি ও কলাকৌশলের উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ সংবিধানের চার-মূলনীতির দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর, সমতা, মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো একটি ন্যায়ানুগ ও সমতাবাদী সমাজ গঠনের এবং উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে টেকসই উত্তরণের পথে অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর অগ্রগতি সাধনের জন্য অনুশীলন, গবেষণা ও এতদসংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে কার্যনির্বাহ করা;
- পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;
- অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা;
- অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী, সভা অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা, সেমিনার ও আলোচনা অধিবেশন আয়োজন করা যা পরবর্তীতে সমীক্ষা হিসেবে নির্দেশিত হবে;
- সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;
- স্ব-উদ্যোগে কিংবা সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা তাদের সাথে যৌথভাবে সমীক্ষার মাঠকর্মসহ অনুসন্ধান কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করা;
- পরস্পর সহযোগিতামূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশি পণ্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাদের গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা;
- গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দক্ষ ও যথাযথ পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন অধিশাখা, বিভাগ, শাখা, কেন্দ্র ও অন্যান্য ইউনিট সৃষ্টি করা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা

(ক) গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা

বিআইডিএস বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাসহ সকল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে এবং এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের বহুমুখী অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআইডিএস মোট ১১টি গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন (Complete) করেছে।

(খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন

বিআইডিএস বছরব্যাপী গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার ও স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক বিআইডিএস পাক্ষিক সেমিনার, আরইএফ স্টাডি সিরিজের আওতায় অনুষ্ঠিত সেমিনার সহ মোট ২৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। বিআইডিএস আয়োজিত এসব সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্সে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের প্রতিনিধি, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিআইডিএস গত ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঢাকায় বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে "Asia's Journey to Prosperity, Policy, Market and Technology over 50 Years" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ Dr. Yasuyuki Sawada উক্ত সেমিনারে বক্তৃতা দেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে গত ০৬-০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে "Dissemination Seminar on Post Enumeration Check of the Population and Housing Census" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড. মোহাম্মদ ইউনুস, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি, ২০২২ এর পোস্ট গণনা যাচাইয়ে প্রযুক্তিগত ফলাফল উপস্থাপন করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বিআইডিএস "Massive Boom of C-Section Delivery in Bangladesh: A Household Level Analysis (2004-20018)" শীর্ষক একটি পাক্ষিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস, উক্ত সেমিনারে তার গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এছাড়া ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে হোটেল লেকশোরে অনুষ্ঠিত Dissemination Workshop on the Research Findings of the Labor Market Studies for SEIP শীর্ষক ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি। উক্ত ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, তৎকালীন সদস্য (সচিব) শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং জনাব নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)। গত ১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত Aspiration Momentum: 'The Develpoment Story of Bangaldesh' শীর্ষক সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং বিআইডিএসের গবেষণা সহযোগী জনাব মাহির এ. রহমান ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক আয়োজিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার/কনফারেন্সের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

Annual BIDS Conference on Development (ABCD) 2022

Annual BIDS Conference on Development (ABCD) 2022

অনিশ্চিত এবং বিভক্ত বিশ্বে কোভিড-১৯ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গত ১-৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'Annual BIDS Conference on Development (ABCD) 2022' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করে। কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিল "Post-Covid Challenges in an Uncertain and Divisive World". সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব আবদুর রউফ তালুকদার।

উক্ত কনফারেন্সে তিনদিনে ৭টি সেশনে মোট ১২টি মূল বক্তৃতা, ১৩টি অ্যাকাডেমিক পেপার এবং ৫টি বইয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ০৩ ডিসেম্বর ২০২২-এ 'অর্থনৈতিক নীতি: কোভিড-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা" শীর্ষক একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনটি সমাপ্ত হয়।

BIDS Research Almanac 2023

বিআইডিএস গত ১৭-১৮ মে, ২০২৩ তারিখে হোটেল লেকশোরে "BIDS RESEARCH ALMANAC 2023" শীর্ষক একটি কনফারেন্স আয়োজন করে। উক্ত কনফারেন্সের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিআইডিএস গবেষকদের দ্বারা সম্পাদিত গবেষণা কাজকে দেশ-বিদেশের পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, দাতা সংস্থা, মিডিয়া, সুশীল সমাজ এবং সরকারসহ উন্নয়ন গবেষকদের নিকট তুলে ধরা। দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে ছয়টি অধিবেশনে মোট ২০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। অধিবেশনে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা, মানব উন্নয়ন, COVID-19, দক্ষতা ও শ্রম বাজারের ফলাফল, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য খাতে সমতা এবং উদীয়মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আকারে আলোচনা হয়।

BIDS Research Almanac 2023

জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ এর জন্য চারটি মূল চ্যালেঞ্জ: কিছু প্রতিফলন

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ১২ জুন ২০২৩ তারিখে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে "জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ এর জন্য চারটি মূল চ্যালেঞ্জ: কিছু প্রতিফলন" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। ড. সাদিক আহমেদ, সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল, বিশ্বব্যাংক এবং ভাইস চেয়ারম্যান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) এই সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন।

Four Key Challenges for the National Budget 2023-24 বিষয়ক সেমিনার

অধ্যাপক নুরুল ইসলামের প্রয়াণে ০৪ জুন ২০২৩ তারিখে বিআইডিএস সম্মেলন কক্ষে একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সের (পিআইডিই) প্রথম বাঙালি পরিচালক ও আজকের বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) প্রথম চেয়ারম্যান। বিআইডিএসের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের ভূমিকাকে সম্মান জানাতে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

"বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা: (পর্ব-২)"

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) গত ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে "বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা (পর্ব-২)" শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর উপর একটি স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানটি বিআইডিএসের সম্মেলন কক্ষে hybrid format এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং জনাব মনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক যুগ্ম সচিব (১৯৭৩-১৯৭৫), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, সাবেক পুলিশ সুপার, ঢাকা (১৯৭৩-১৯৭৫), ড. নাসরীন আহমেদ, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক লেখক ও গবেষক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। এছাড়া ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে বিআইডিএসে "ক্ষমতা, শাসন এবং দুর্নীতিবিরোধী কৌশল" শীর্ষক একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটি ছিল ড. কাজী আলী তৌফিকের স্মরণে প্রথম স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

বিআইডিএস এর প্রকাশনা সমূহ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল 'The Bangladesh Development Studies' এর ০২টি ইস্যু, বার্ষিক বাংলা জার্নাল 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা'র ০২টি ইস্যু, ০১টি রিসার্চ রিপোর্ট এবং ০১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৬টি পাবলিক লেকচার সিরিজ এবং ০১টি REF Studz Series প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল 'The Bangladesh Development Studies' বিশ্বের বিভিন্ন প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন বিষয়ক রেফারেন্স জার্নাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় খ্যাতনামা Peer-Reviewed জার্নাল/বইয়ে বিআইডিএসের গবেষকগণের ৪১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

বিআইডিএসের মাস্টার্স কার্যক্রম

বিআইডিএস সরকারি অর্থায়নে 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সেশনে Development Economics বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে। প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিকৃত মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৭ জন ছাত্রছাত্রী ইতোমধ্যে ৩টি সেমিস্টার সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তাদের থিসিসের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া পরবর্তী সেমিস্টারে ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত সমীক্ষার নাম

SL	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষা পরিচালকের নাম
1	Urban Poverty Dynamics During the Time of Corona: Insights from a Panel Study on the Dhaka City	Dr. Binayak Sen
2	Women's Empowerment for Inclusive Growth (WING) and TRAC-2 (WING-UNDP)	Dr. Mohammad Yunus
3	Creating a Political and Social Climate for Climate Change Adaptation-Amendment#3 (CPSCCCA3)	Dr. Azreen Karim
4	Labour Market Study of the Hospitality & Tourism Sector	Dr. Mohammad Yunus Dr. Mohammad Mainul Hoque and Ms. Tahreen Tahrima Chowdhury
5	Labour Market Study – Construction Sector	Dr. Zulfiqar Ali Dr. Badrun Nessa Ahmed and Ms. Rizwana Islam
6	Labour Market Study and Skills Gap Analysis (LMS-SEIP)-Shipbuilding Sector	Dr. S M Zahedul Islam Chowdhury and Mr. Maruf Ahmed
7	Labour Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Leather & Footwear	Dr. Mohammad Harunur R Bhuyan & Mr. Maruf Ahmed
8	Labour Market Study for Skills (LMS-SEIP)-Agro food Processing	Dr. Mohammad Harunur R Bhuyan Ms. Kashfi Rayan, Dr. M Asaduzzaman & Prof. Dr. Md. Bellal Hossain.
9	Post Enumeration Check of the Population and Housing Census, 2022	Dr. Binayak Sen Dr. Mohammad Yunus Dr. S M Zahedul Islam Chowdhury
10	Student Learning Assessment and Recovery (Final Report)	Dr. Zulfiqar Ali
11	Feasibility Study for New Projects of DYD	Dr. Azreen Karim Dr. Binayak Sen Rizwana Islam Tanveer Mahmood Mahir A. Rahman

বিআইডিএস এর নিজস্ব প্রকাশনা

Sl. No.	Author (s)	Title	Year
1.	-	The Bangladesh Development Studies (BDS) Vol. 44, Nos. 3	March 2023
2.	-	The Bangladesh Development Studies (BDS) Vol. 44, Nos. 4	March 2023
3.	-	বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, সংখ্যা: ৩৯	March 2023
4.	-	বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, সংখ্যা: ৪০	March 2023
5.	*Sadiq Ahmed*	*Public Lecture: New Series No.06* Macroeconomic Management in a Post-Covid Uncertain Global Environment	February 2023
6.	*আনু মুহাম্মদ*	*Public Lecture: New Series No.05* বাংলায় মার্কস অধ্যয়ন: শতবর্ষের পর্যালোচনা	February 2023
7.	*Mitali Parvin*	*Research Report No. 194* *An Impact Analysis of Vulnerable Group Feeding Programme in Bangladesh*	January 2023
8.	*S. Nazrul Islam*	*Public Lecture: New Series No.04* Looking at the Past to See the Future	November 2022
9.	*Sajeda Amin*	*Public Lecture: New Series No.03* How have Women Contributed to Bangladesh's Development?	October 2022
10.	*Mohiuddin Alamgir*	*Public Lecture: New Series No.02* Aspiration, Freedom, and Growth	August 2022
11.	*Wahiduddin Mahmud*	*Public Lecture: New Series No.01* Understanding Economic Development: Some Exploratory Ideas	August 2022
12.	-	*BIDS-REF Study Series No.22-01* Social Condition of the Innovation use of Smartphone: A Qualitative Investigation among Young Users in Dhaka	August 2022
13.	*Monzur Hossain*	Bangladesh Foreign Policypaedia	August 2022

২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল/পত্রিকা/বইয়ে গবেষকদের প্রকাশিত প্রবন্ধ

ক্র.	শিরোনাম	লেখক
1.	'পথের শেষ কোথায়: ইউক্রেইন যুদ্ধে রাশিয়া ও পাশ্চাত্য'	বিনায়ক সেন
2.	'আকবর আলি খানের রচনাকর্ম'	বিনায়ক সেন
3.	বাংলাদেশের ৫০ বছর; উন্নয়ন-বিস্ময়ের রহস্যের সন্ধানে	বিনায়ক সেন
4.	বঙ্গবন্ধু ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: তত্ত্ব, তথ্য ও তর্ক	বিনায়ক সেন
5.	সত্তার বিভক্তি: মিল, বঙ্কিম ও ঔপনিবেশিক আধুনিকতা প্রসঙ্গে (সময়ের কুয়াশায়)	বিনায়ক সেন
6.	Post Enumeration Check (PEC) of the Population and Housing Census 2022	Binayak Sen Mohammad Yunus S M Zahedul Islam Chowdhury
7.	Exchange Rate Management in Bangladesh: Implications for Macroeconomic Stability and Trade Competitiveness	Monzur Hossain
8.	Book chapter: COVID-19, Fintech and the Recovery of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises: Evidence from Bangladesh in "Fintech and COVID-19: Impacts, Challenges and Priorities for Asia" (co-edited by J. Beirne (ADBI), J. Villafuerte (ADB), Raghavendra Rau (CCAF)), ADBI, Tokyo	Monzur Hossain Tahreen Tahrima Chowdhury
9.	Sustainable Financing Strategies for the SMEs: Two Alternative Models, *Sustainability,* 15(11), 2023	Monzur Hossain N. Yoshino, K. Tsubuta

ক্র.	শিরোনাম	লেখক
10.	Budget should focus on inflation and macroeconomic stability, *The Business Standard,* 31 May 2023	Monzur Hossain
11.	How to Manage Exchange Rate in a Crisis, The Business Standard, 23 January 2023	Monzur Hossain
12.	9% deposit rate, 12% lending rate would be ideal, *The Business Standard,* 15 January 2023	Monzur Hossain
13.	The Covid-19 Pandemic and the Hospitality and Tourism Sector in Bangladesh, BIDS Research Report # 192, 2022	Mohammad Yunus Mohammad Mainul Hoque Tahreen Tahrima Chowdhury
14.	"Poverty in the Time of Corona: Trends, Drivers, Vulnerability and Policy Responses in Bangladesh," in Dr. Shamsul Alam (ed.) Background Papers of the 8th Five Year Plan, Volume 4, GED, Bangladesh Planning Commission.	Binayak Sen Zulfiqar Ali M. Murshed
15.	The More It Changes, the More It Remains the Same: A Case of Gender Sensitive Adaptation to Climate Change in Bangladesh	Zulfiqar Ali Iqbal Alam Khan M. Asaduzzaman
16.	Role of Social-safety Net Programmes in Coping with Shocks in Bangladesh	Zulfiqar Ali Badrun Nessa Ahmed
17.	How Effective was the Non-formal Education Programme in Bangladesh? Evidence from Reaching Out of School Children Project	Zulfiqar Ali Badrun Nessa Ahmed
18.	Using Migration Data for Early Detection of COVID-19 Risk Exposure in Low-Middle Income Countries", Forthcoming, *Applied Economic Perspectives & Policy*	Kazi Iqbal Reshad Ahsan Mushfiq Mobarak Abu Shonchoy and Mahreen Khan
19.	"Examining Rural income and Employment in Bangladesh: A Case of Structural Changes in the Rural Nonfarm Sector in a Developing Country," Forthcoming, *The Australian Journal of* Agricultural and Resource Economics	Kazi Iqbal Md. Nahid Ferdous Pabon Md. Wahid Ferdous Ibon
20.	"Enable Pro-poor Spending by the Rich and Inclusive Growth," *The Daily Star,* March 13, 2023	Kazi Iqbal
21.	Casualisation of Labour as Coping with Cyclone Aila: Peasants' Perception in the Sundarbans Area of Bangladesh, *The Bangladesh Development Studies Vol. XLIV, March-June 2021, Nos. 1&2.*	Harunur Rashid Bhuyan
22.	দুর্যোগ মোকাবেলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খণ্ড ৩৯/৪০, বার্ষিক সংখ্যা-১৪২৮/১৪২৯।	মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
23.	Chapters in a Book titled "The Belt and Road Initiative and BCIM-EC Construction", Yunnan Academy of Social Sciences (YASS), 2022, Kunming, China	S. M. Zahedul Islam Chowdhury
24.	Fiscal Stimulus in South Asia: Implications for Resilience and Sustainable Development during and after COVID-19. *Bangladesh Journal of Political Economy*, Vol.37, No.2, pp. 1-19, Bangladesh Economic Association, ISSN 2227-3182, http:/doi.org/10.56138/bjpe.dec2101. (*Published in October 2022)*	Azreen Karim A. DeWit S. Sugiyama, R. Shaw
25.	*Expert Adoption of Composite Indices: A Randomized Experiment on Migrant Resettlement Decisions in Bangladesh.* CMI Working Paper WP 2022:03, Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway, URL: https://hdl.handle.net/11250/3029990	Azreen Karim I. Kolstad P. Lujala A. Wiig
26.	Does Graduation from Subsistence to Commercial Aquaculture Affect Households' Welfare? A Counterfactual Analysis. *Bangladesh Development Studies* (BDS). (forthcoming)	Badrun Nessa Ahmed

ক্র.	শিরোনাম	লেখক
27.	Drivers and Distribution of the Household-level Double Burden of Malnutrition in Bangladesh: Analysis of Mother-child Dyads from a National Household Survey. *Public Health Nutrition*. 2022 Sep 16:1-14.	Abdur Razzaque Sarker Z. Hossain A. Morton
28.	Disease-Specific Distress Healthcare Financing and Catastrophic Out-of-pocket Expenditure for Hospitalization in Bangladesh. *International Journal for Equity in Health*. 21:114 https://doi.org/10.1186/s12939-022-01712-6	Abdur Razzaque Sarker N. Sheikh M. Sultana
29.	Post-natal Care Utilization Among the Women of Reproductive Age Group. *Health Services Research & Managerial Epidemiology*	Abdur Razzaque Sarker I. T. Sheba A. Tasnim
30.	The Progress and Factors of Childhood Severe, Moderate and Global Acute Malnutrition in Bangladesh over 22 Years: Evidence from Demography and Health Survey. *Bangladesh Development Studies,* Vol. XLIV, Nos. 1&2	Abdur Razzaque Sarker Z. Hossain
31.	Economic Assessment of Childhood Rotavirus Vaccination in Bagladesh	Abdur Razzaque Sarker
32.	Healthcare-seeking Experiences of Older Citizens in Bangladesh: A Qualitative Study	Abdur Razzaque Sarker
33.	Economic Assessment of Childhood Rotavirus Vaccination in Bangladesh. *Journal of Infections and Public Health.* S1876-0341(23)00102-8	A. R. Sarker
34.	Healthcare-seeking Experiences of Older Citizens in Bangladesh: A Qualitative Study. *PLOS Global Public Health 3(2)*: e0001185	A. R. Sarker, A. I. Zabeen, Z. Hossain N. Ali (2023).
35.	Cost of oral cholera vaccine delivery in a mass immunization program for children in urban Bangladesh.	A. R. Sarker, A. I. Khan , M. T Islam, F. Chowdhury, F. Khanam et al (2022).
36.	Inequality of Handwashing Practice using Antimicrobial Agents in Bangladesh: A Household Level Analyses.	A. R. Sarker, A. I. Zabeen, Z. Hossain N. Ali (2022).
37.	বাংলাদেশে শিশু স্থূলতার ব্যাপকতা এবং এর প্রভাবকসমূহ: বাংলাদেশ জনমিতিক ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮ বিশ্লেষণ, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা,* খন্ড ৩৯/৪০, বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৮/১৪২৯	আব্দুর রাজ্জাক সরকার শরীফ ইরফাত জেবীন, মোঃ জাকির হোসেন
38.	Determinants and Inequalities in Dietary Diversity Among Children Aged 6-23 Months in Bangladesh. *Bangladesh Development Studies;* Vol. XLIV, September-December 2021, Nos. 3&4	M. Khanam A. R. Sarker
39.	"Factors Affecting the Adoption of Stress-tolerant Rice Varieties: Findings from Panel data in Bangladesh", The *Bangladesh Development Studies*, Vol XLIV, September-December, 2021, Nos 3&4 (forthcoming)	Taznoori Khanam
40.	বুক রিভিউ: এই পৃথিবী, এইসব মকারি	মিজ হোমায়রা আহমেদ
41.	"Impacts of the Russia-Ukraine War Price Shocks on the Bangladesh Economy: A General Equilibrium Analysis", IFPRI Discussion Paper 2182	Rizwana Islam Tahreen Tahrim Chowdhury A. Paul Dorosh Angga Pradesha

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহের কার্যপরিধি ও অর্জন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

৩.০ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি সামষ্টিক বিভাগ। এ বিভাগ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সরকারকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের আওতায় মাল্টি সেক্টরাল ইস্যুজ ও সমন্বয় অনুবিভাগ, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, সামষ্টিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুবিভাগ, রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুবিভাগ, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, ডেল্টা অনুবিভাগসহ মোট ছয়টি অনুবিভাগ রয়েছে।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যপরিধি

- সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যেমন: বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও এতদসংক্রান্ত
- অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;
- সার্ক সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন;
- দারিদ্র্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ;
- মধ্যমেয়দি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের দারিদ্র পরিস্থিতির বিশ্লেষণ;
- জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রদানের জন্য উত্তর প্রস্তুতকরণ;
- Foreign Direct Investment (FDI) এর উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রণয়ন;
- জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্সে আলোচনার সুবিধার জন্য অনুরোধক্রমে ব্রিফ/টকিং পয়েন্ট প্রস্তুতকরণ;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস/অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রস্তুতকরণ;
- সামষ্টিক অর্থনীতির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান, নীতি, আইন ইত্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে পিইসি/ডিপিইসি/এসপিইসি/ডিএসপিইসি সভায় উত্থাপিত প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত প্রণয়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে একনেক/এনইসি সভার কার্যপত্রের উপর মতামত প্রণয়ন;
- উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট/ জেন্ডার সম্পর্কিত কার্যাদির উপর মতামত প্রণয়ন;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে আহ্বায়ক করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যসমূহের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কার্য সংশ্লিষ্টতা এবং কর্মপরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন

ডেল্টা উইং স্থাপন: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের সার্বিক সমন্বয়, বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ বিভাগে একটি বিশেষায়িত "ডেল্টা উইং" গঠনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উল্লেখ রয়েছে। ডেল্টা উইং গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০২ জানুয়ারি ২০২৩ প্রস্তাবিত ডেল্টা উইং এর কাঠামোর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এ প্রেক্ষিতে, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ডেল্টা উইং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এসআইবিডিপি ২১০০ প্রকল্পের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ-এ ডেল্টা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মোট ৪৩৫ জন কর্মকর্তাকে Apprising Bangladesh Delta Plan 2100, Adaptive Delta Management (ADM), Advanced Adaptive Delta Management (AADM), AADM cum Meta Model Ges Meta Model (MM) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে ১২ (বার) জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে গত ১৯-২৯ মে ২০২৩ তারিখে মিশর ও তুরস্কে "Sustainable Water Management Techniques, Innovation & Solutions" শীর্ষক একটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে ৬টি হটস্পট-এর জন্য ৮০টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ বিনিয়োগ পরিকল্পনা হালনাগাদ করার জন্য ইতোমধ্যে খুলনা, বান্দরবন ও মৌলভীবাজারে ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও Developing Public-Private Partnership Projects for Implementation of Bangladesh Delta Plan, Engaging with the Green Climate Fund: Way Forward for Bangladesh, Operations and Maintenance (O&M) of Water Resource Infrastructure Ges Participatory Water Management: Challenges and Way Forward-এর উপর প্রণীত প্রতিবেদনসমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Hotspot-wise workshop at Bandarban

Hotspot-wise workshop at Moulvibazar

Inter-Governmental (Dutch-Bangla) Committee (IGC)-এর সভা

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নকালে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ এবং নেদারল্যান্ডস উভয় দেশের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ইন্টার-গভার্নমেন্টাল কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সর্বশেষ সভা তথা ৬ষ্ঠ সভা গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সদস্য (সচিব) মহোদয় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত সভায় আগামী ১০ বছরের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

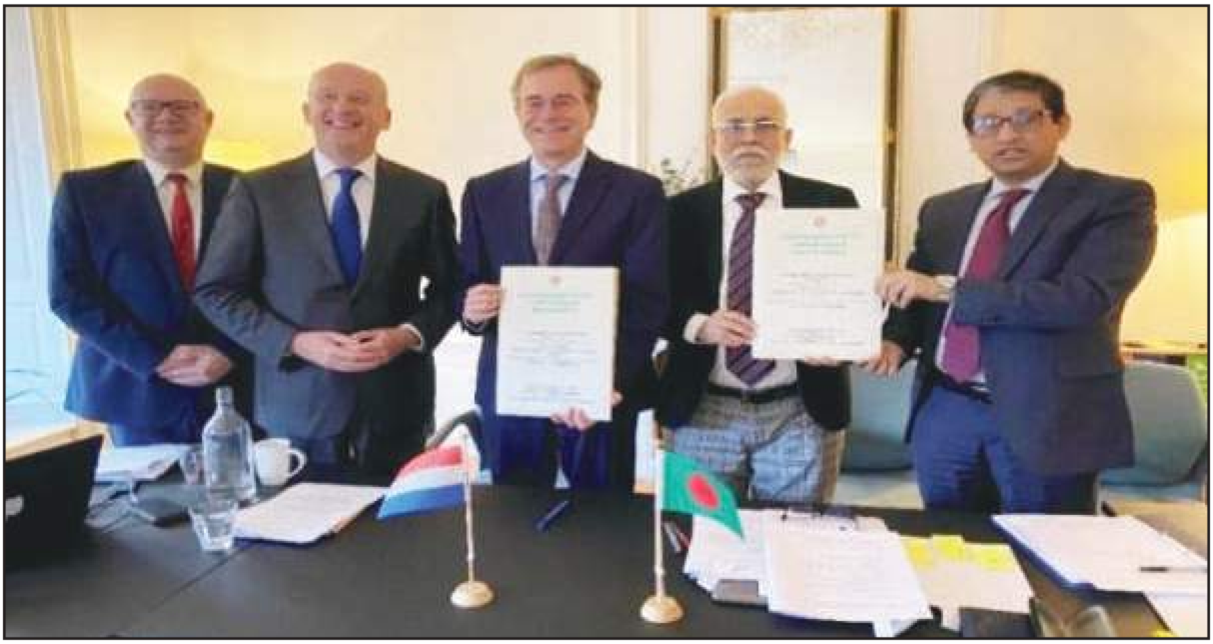

৬ষ্ঠ আইজিসি সভা

প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের নিমিত্ত Engaging with the Green Climate Fund (GCF): Way Forward for Bangladesh এবং North-West Basin Management Plan: Implementation Programme বিষয়ে দুটি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনগুলো পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে।

Apprising Bangladesh Delta Plan 2100 বিষয়ে প্রশিক্ষণ

Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta Plan-2100 প্রকল্প গ্রহণ:

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের বিষয়ে কারিগরি সহায়তা বিশেষ করে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে Japan International Cooperation Agency (JICA) আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উক্ত বিষয়ের আলোকে ইআরডি-এর মাধ্যমে জাইকা-তে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রকল্প প্রস্তাবটি জাপান সরকার কর্তৃক নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta Plan-2100" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বিষয়ে জাপান সরকারের প্রতিনিধি ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের মধ্যে একটি Record of Discussion (R/D)/MoU স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য JICA সহায়তা করবে, যা এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ পর্যায়ে প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে একটি কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব (টিএপিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডেল্টা নলেজ পোর্টাল/ তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন

অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে ডেল্টা নলেজ ব্যাংক গড়ে তোলা। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়নের জন্য জিইডিতে ডেল্টা নলেজ পোর্টাল নামে একটি ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়েছে। ডেল্টা বেইজ লাইন স্টাডিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি আপলোড করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এ তথ্য ভাণ্ডারটি গত ১২ মে ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করেন, যার লিংকটি হচ্ছে- www.bdp2100kp.gov.bd। এছাড়া এ তথ্য ভাণ্ডারটির 'মোবাইল অ্যাপ' (Delta Plan 2100) সংস্করণও দৃশ্যমান রয়েছে।

প্রকল্প/ প্রোগ্রাম বাছাই কমিটি (পিপিএসসি) গঠন

'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'-এর বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্বাচন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় 'প্রকল্প/কর্মসূচি নির্বাচন কমিটি (Project/Programme Selection Committee-PPSC)'-গঠন করা হয়েছে, যা প্রকল্প/প্রোগ্রাম বাছাই কমিটি (পিপিএসসি) নামে পরিচিত হবে। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উক্ত কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত পিপিএসসি কমিটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠন করা। পিপিএসসি মূলত ডেল্টা পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প এবং প্রোগ্রামগুলি নির্বাচন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কাজ করবে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনার অগ্রগতি:

২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে মোট ১৪৪১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি ও এর কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩১৪টি প্রকল্প রয়েছে। এই ৩১৪ টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৫টি প্রকল্প সরাসরি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার ১৭টি বিনিয়োগ কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট। বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহ মূলত কর্মসূচি ভিত্তিক, যা এক/একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩১৪ টি প্রকল্পের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৭৪৭৫.৪৪ কোটি টাকা, যা এডিপি বরাদ্দের ১৫.২৩% এবং মোট জিডিপির ০.৮৪%।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুযায়ী ব্লু ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

ক) জুন ২০২১ এ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক "Promoting Sustainable Blue Economy in Bangladesh Through Sustainable Blue Bond" শিরোনামে একটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।

খ) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে ব্লু ইকোনমির উপর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সুনীল অর্থনীতির অংশ আরও সমৃদ্ধকরণের জন্য একটি বেইজ লাইন স্ট্যাডি করা হচ্ছে।

গ) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গত ১৪ মে ২০২২ খ্রিঃ তারিখে "Blue Economy: Prospect of Institutionalization the National Progress" শীর্ষক বিষয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঘ) এছাড়া গত ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামে এবং ১৫-১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে খুলনায় "বাংলাদেশ টেকসই সুনীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ" বিষয়ে আঞ্চলিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় সরকারি এবং বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সুনীল অর্থনীতি খাতসমূহে বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকার সাভারে উক্ত বিষয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জাতীয় কর্মশালায় বেসরকারি খাতসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় চিহ্নিত সুনীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বর্তমানে ব্লু ইকোনমি বিষয়ে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন নেই। তবে ভবিষ্যতে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত অধিকতর স্ট্যাডি/প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ, সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'রূপকল্প ২০৪১'ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্দেশনা ও নেতৃত্বে 'রূপকল্প ২০৪১'বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে জিইডি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা ৪টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা বিনির্মাণ। বর্তমানে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে সাধারণ দারিদ্র্যের হার ১৮.৭% এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬%। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যাচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে।

"End Evaluation of the 7th Five Year Plan" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ:

জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে দারিদ্র্য, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনের সাথে নাগরিকের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যার বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে গত জুন, ২০২০ সালে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটিকে দিক নির্দেশনামূলক দলিল হিসেবে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রথম খন্ডে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতসহ কৌশলগত নির্দেশনা ও নীতিকাঠামো বর্ণনা করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে জাতীয় বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মোট ১৩টি খাতে (প্রতিরক্ষা ব্যতীত) খাতভিত্তিক কৌশল, কর্মসূচি এবং নীতিসমূহ বর্ণনাসহ প্রতিটি খাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সম্ভাব্য উন্নয়ন বরাদ্দ প্রাক্কলন করা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক ১৫টি ক্ষেত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ৮৮টি সূচক সম্বলিত একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Development Results Framework) সংযোজন করা হয়, যার ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গত মে, ২০১৯ সালে "Mid-Term Implementation Review of the Seventh Five Year Plan (FY2016-FY2020)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিলের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এ পরিকল্পনার সামগ্রিক অর্জন পর্যালোচনার নিমিত্ত সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে ।

"Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2022" প্রণয়ন ও প্রকাশ:

এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরার লক্ষ্যে "Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2022" প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি সূচক বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ অগ্রগতি প্রতিবেদন একদিকে যেমন এসডিজি বাস্তবায়নে অভীষ্টভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে অন্যদিকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা চিহ্নিত করে পরবর্তী করণীয় বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Annual High Level Consultation on SDGs Localization and Efficient Use of Ocean Resources এর উদ্বোধনী অধিবেশন

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন

"Review Report on National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs" প্রণয়ন ও প্রকাশ:

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুন ২০১৮ সালে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক তথ্য ও উপাত্তের আলোকে "National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs" শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সাফল্য পর্যালোচনার লক্ষ্যে ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে আলোচ্য প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ইনপুট/মতামত সংগ্রহ করে "Review Report on National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs" প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

"2nd National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs" প্রণয়ন ও প্রকাশ:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক ইতঃপূর্বে জুন ২০১৮-এ ১ম প্রকাশিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে হালনাগাদকরণ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নকল্পে এসডিজি বিষয়ক ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (অ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যার আওতায় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে ইনপুট/মতামত গ্রহণ করে ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এর চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

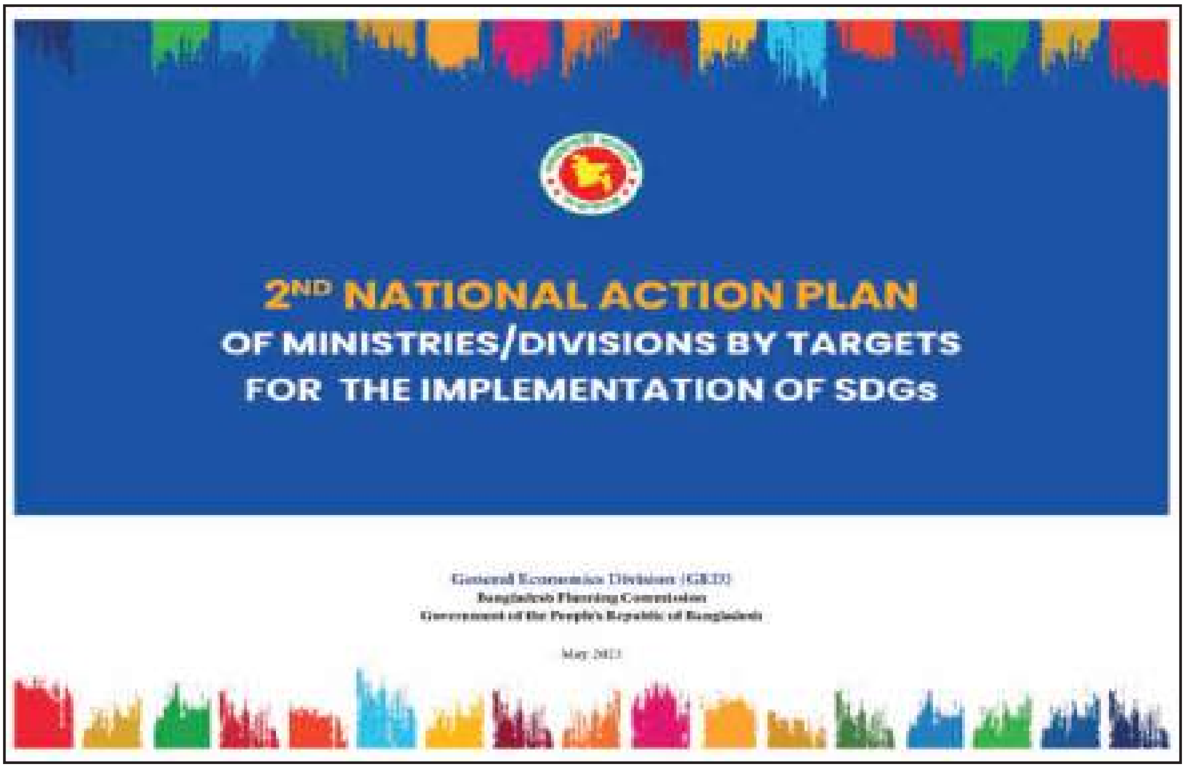

“2nd National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs”

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত সভা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটি” এর পঞ্চদশ সভা আয়োজন

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটি’ এর পঞ্চদশ সভা গত ১৪/০৬/২০২৩ তারিখে কমিটির আহ্বায়ক এবং মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনাব মোঃ আখতার হোসেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়গণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ও বিভিন্ন সুপারিশ গৃহীত হয়।

“অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন” শীর্ষক সিরিজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-2041 বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ” প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো “সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এসডিজি সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা”। এ প্রেক্ষিতে “অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন” বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জিইডি হতে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়ে মোট ২৬৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

‘Integrate Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development)’ শীর্ষক প্রকল্প

ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ‘Integrate Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development)’ Project শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ ব্যবহার করা, আইসিপিডি কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করা এবং এসডিজি অর্জন করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচিতে জনসংখ্যার গতিশীলতাকে একীকরণ। বর্তমানে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জিইডি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন/পুস্তিকা/দলিলসমূহ:

১.	“Final Evaluation of the 7th Five Year Plan” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ;
২.	“Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2022” প্রণয়ন ও প্রকাশ;
৩.	“Review Report on National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs” প্রণয়ন ও প্রকাশ;
৪.	“2nd National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs” প্রণয়ন ও প্রকাশ;

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে জবাব প্রদানের লক্ষ্যে জিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর তৈরি;
২.	"Blended Finance to promote Green Growth in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
৩.	"অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ২৬৩ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১.১-১.৪ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ
৫.	'Promote sustainable Blue Investment in Bangladesh' বিষয়ে চট্টগ্রাম ও খুলনায় ০২টি আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন;
৬.	Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) এর ৭৯ তম অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৭.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে বাংলা ও ইংরেজীতে প্রতিবেদন তৈরি;
৮.	বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ২০০৯-১০ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচি ২য় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;
৯.	এসডিজি বিষয়ক ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করণের নিমিত্তে ০৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে ০৪টি কর্মশালা আয়োজন;
১০.	উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণের বেসলাইন তথ্য-উপাত্ত শেয়ার ও উপজেলা কর্মপরিকল্পনা (অ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়ন বিষয়ক ৫টি অনলাইন ভিত্তিক সভা আয়োজন;
১১.	বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ইস্যুতে ইনপুট/মতামত প্রণয়ন;
১২.	পরিকল্পনা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR)-এর উপর ব্রডশীট জবাব প্রেরণ;
১৩.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্মশালা আয়োজন;
১৪.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর ১.২.২ সূচক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
১৫.	জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সুচক বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন;
১৬.	এসডিজি বিষয়ক ১ম জাতীয় কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন।

কার্যক্রম বিভাগ

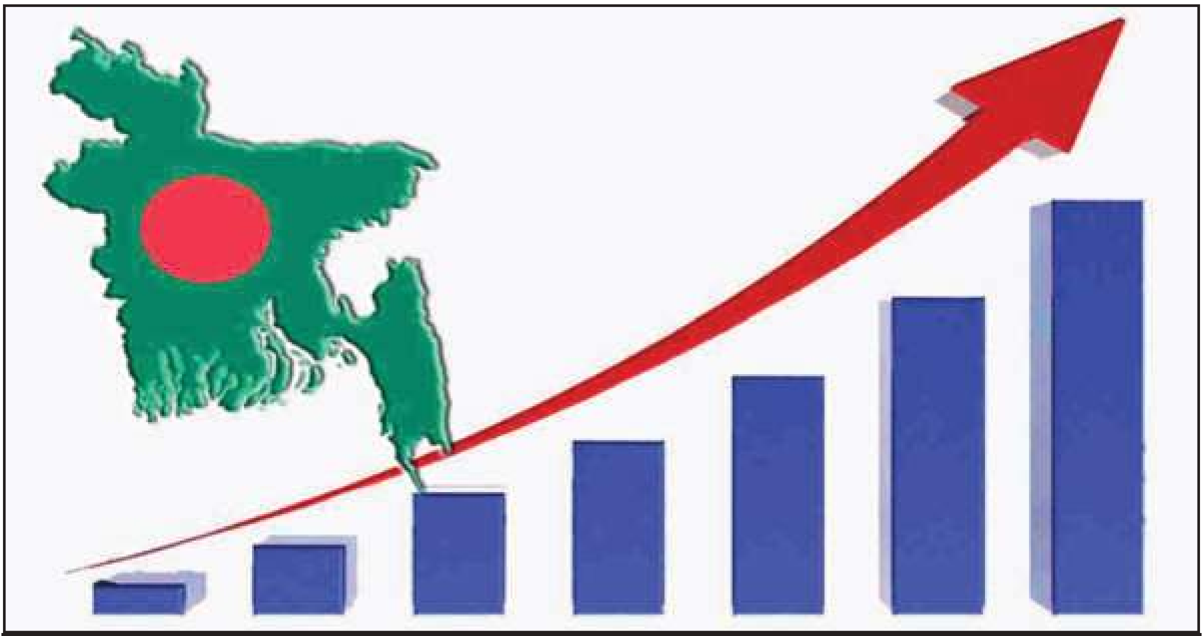

৩.১ কার্যক্রম বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ জাতীয় বাজেটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে 'উন্নয়ন বাজেট' তথা 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' প্রণয়ন করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে প্রতি অর্থবছর এ বিভাগ অত্যন্ত সূচারুরূপে এ কাজটি সম্পাদন করে আসছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হচ্ছে একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা যা জাতীয় বাজেট বাস্তবায়নের অন্যতম চাবিকাঠি এবং যা সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশলসহ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। কার্যক্রম বিভাগের আওতায় মোট চারটি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগসমূহ হলোঃ

- কৃষি ও সমন্বয় অনুবিভাগ;
- ভৌত অনুবিভাগ;
- আর্থ-সামাজিক অনুবিভাগ;
- পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (পিআইএম) রিফর্ম এবং শিল্প ও শক্তি অনুবিভাগ।

কার্যক্রম বিভাগের কার্যপরিধি

ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ এবং খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন;
খ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন;
গ. বার্ষিক কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংশোধন;
ঘ. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দ অবমুক্তকরণের বিষয় বিশ্লেষণ এবং পরামর্শ প্রদান;
ঙ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
চ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ;
ছ. বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য সাহায্য উপযোগী প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ;
জ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ, সংশোধন এবং অর্থবরাদ্দ ও পুনঃ অর্থবরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় সাধন;
ঝ. সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালা/নির্দেশিকা/কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
ঞ. স্থানীয় সরকার উন্নয়নের জন্য গাইড লাইনস প্রস্তুতকরণ।

কার্যক্রম বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন
জাতীয় বাজেটের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন

সেক্টরভিত্তিক সম্পদ বণ্টন

উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকায় উত্তরণে সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করেছে, যেমনঃ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সেক্টরাল নীতিমালা প্রভৃতি। এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের প্রাপ্যতা, বরাদ্দ ব্যবহারের সক্ষমতা, জাতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সেক্টরাল অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম বিভাগ এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করে থাকে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় সরকারের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিপত্রের মাধ্যমে ২০২১ সালের ২৯ মার্চ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) বিদ্যমান সেক্টরসমূহকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পুনর্বিন্যাসকৃত ১৫টি সেক্টর ও সেক্টরভিত্তিক ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ নিম্নরূপঃ

সারণি-১: সেক্টরভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩

ক্রঃ নং	সেক্টর/কার্যক্রম	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	সাধারণ সরকারি সেবা	২৩৩৪.৪২	১১৫১.০৭	১১৮৩.৩৫
২	প্রতিরক্ষা	১২৮৭.৩৫	১২৮৭.৩৫	০.০০
৩	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	২৫১৫.৭৪	২৪৭৩.৪৬	৪২.২৮
৪	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৪৬৮৮.৫১	৩৭৫৪.৬৩	৯৩৩.৮৮
৫	কৃষি	৯৩৯৩.৯৭	৬৩০৭.৩২	৩০৮৬.৬৫
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩৮৩১৬.৫৯	১১৬৮১.৭০	২৬৬৩৪.৮৯
৭	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৬১৮১০.২১	৪০১১২.৭০	২১৬৯৭.৫১

ক্রঃ নং	সেক্টর/কার্যক্রম	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২০৩০৭.১৭	১৬৯৮৬.১৮	৩৩২০.৯৯
৯	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	১২৫৯৯.৯৬	১১৫৫৬.৫৭	১০৪৩.৩৯
১০	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫৯৩৮.৫৩	২০৩০৩.২৪	৫৬৩৫.২৯
১১	স্বাস্থ্য	১২৭৪৫.৩৩	৮৩৬১.৮২	৪৩৮৩.৫১
১২	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	৪২৭০.৬৬	৪২৭০.৬৬	০.০০
১৩	শিক্ষা	১৮৪৩১.৩৬	১৩৪২৪.৪৪	৫০০৬.৯২
১৪	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	২৩৪৩.৮৫	২২৬০.৫৮	৮৩.২৭
১৫	সামাজিক সুরক্ষা	৩৬০৪.৮১	৩৪৩৪.৯৮	১৬৯.৮৩
	মোট	২২০৫৮৮.৪৬	১৪৭৩৬৬.৭০	৭৩২২১.৭৬

সেক্টর অনুসারে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

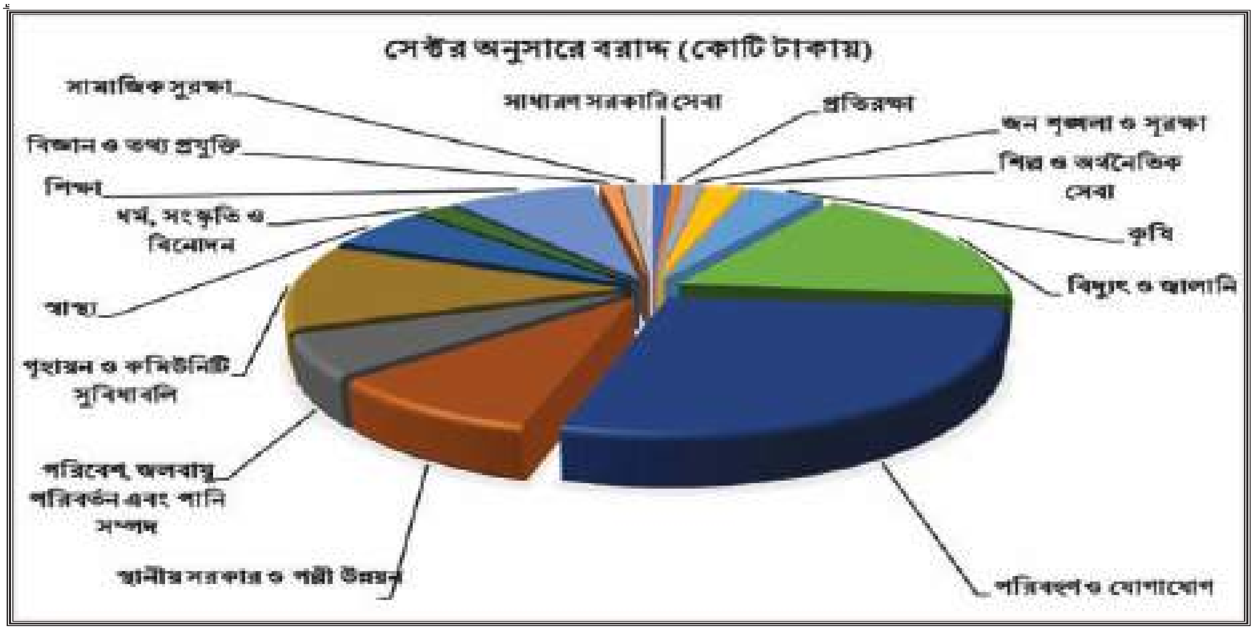

১৫ টি সেক্টরে এডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩

সারণি-২: বিগত ১০ (দশ) অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ		
		মোট	অভ্যন্তরীণ উৎস	বৈদেশিক উৎস
২০১৪-২০১৫	১৩৫১	৭৭,৮৪২	৫২,৯৪২	২৪,৯০০
২০১৫-২০১৬	১৪৫৮	৯৩,৮৯৫	৬৪,৭৩৫	২৯,১৬০
২০১৬-২০১৭	১৫৮১	১,১৯,২৯৬	৮৩,৪৯৯	৩৫,৭৯৭
২০১৭-২০১৮	১৫১১	১,৪৮,৩৮১	৯৬,৩৩১	৫২,০৫০
২০১৮-২০১৯	১৯১৬	১,৭৬,৬২০	১,২৪,৯৬০	৫১,৬৬০
২০১৯-২০২০	১৮৫১	২,০১,১৯৯	১,৩৫,৩৩৪	৬৫,৮৬৫
২০২০-২০২১	১৮৮৬	২,০৯,২৭২	১,৪২,৩৯৭	৬৬,৮৭৫
২০২১-২০২২	১৭৭১	২,১৭,১৭৫	১,৪৩,৬৩৭	৭৩,৫৩৮
২০২২-২০২৩	১৬২৭	২,৩৬,৫৬১	১,৬১,১৪৪	৭৫,৪১৭
২০২৩-২০২৪ (এডিপি)	১৩৪০	২,৭৪,৬৭৪	১,৭৯,৮৯৫	৯৪,৭৭৯

সারণি-২ হতে দেখা যায়, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ৭৭৮৪২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৩৬,৫৬১ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় প্রায় ৩.০৪ গুণ বেশি।

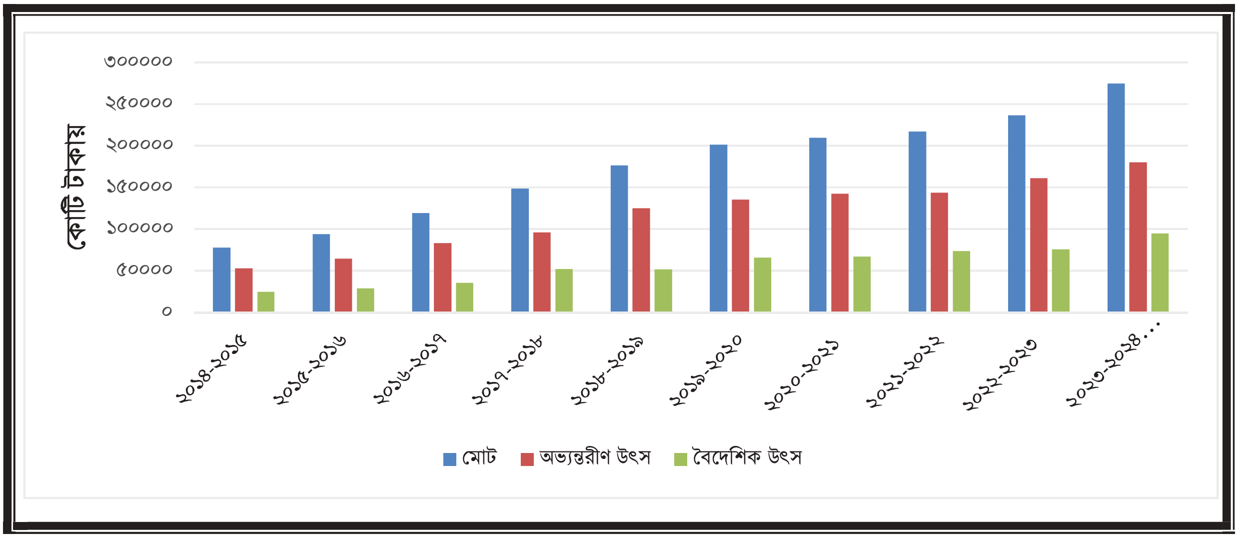

বিগত ১০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ

এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে দেশের টেকসই সুষম উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধিকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, পরিবহনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনায় ‘পরিবহন ও যোগাযোগ’ সেক্টরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ মোট ৬১৮১০.২১ কোটি টাকা (২৭.১৬%) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানী’ সেক্টরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ মোট ৩৮৩১৬.৫৯ কোটি টাকা (১৬.৮৪%) এবং পরিকল্পিত গৃহায়ন ও নগর সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে “গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি” সেক্টরে তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ মোট ২৫৯৩৮.৫৩ কোটি টাকা (১১.৪০%) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, গ্রামীন অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষম বন্টন, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, টেকসই পরিবেশ, কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতে উন্নয়ন ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য সেক্টরে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৩: ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি সেক্টর

ক্রঃ নং	সেক্টর	মোট বরাদ্দ	% (কোটি টাকায়)
১	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৬১৮১০.২১	২৭.১৬%
২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩৮৩১৬.৫৯	১৬.৮৪%
৩	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫৯৩৮.৫৩	১১.৪০%
৪	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২০৩০৭.১৭	৮.৯২%
৫	শিক্ষা	১৮৪৩১.৩৬	৮.১০%
৬	স্বাস্থ্য	১২৭৪৫.৩৩	৫.৬০%
৭	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	১২৫৯৯.৯৬	৫.৫৪%
৮	কৃষি	৯৩৯৩.৯৭	৪.১৩%
৯	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৪৬৮৮.৫১	২.০৬%
১০	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	৪২৭০.৬৬	১.৮৮%
সর্বমোট ১০টি সেক্টর		২০৮৫০২.২৯	৯৩.০৭%

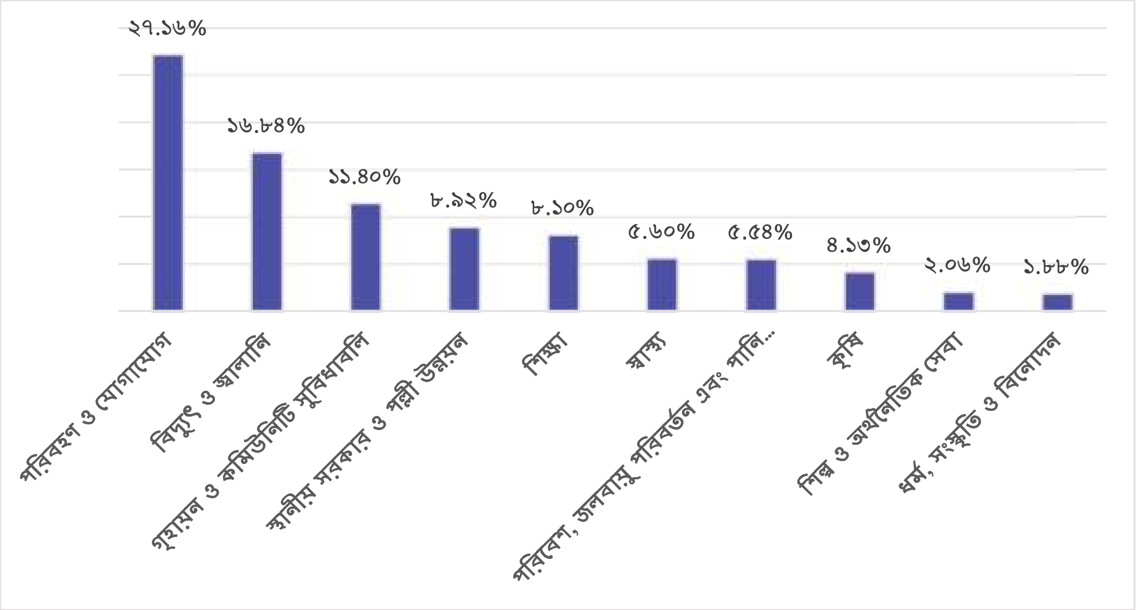

২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি সেক্টর

অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন

দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) নতুন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সম্পদ বন্টনের অগ্রাধিকার, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে সংগতি রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয় এবং এ তালিকা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে থাকে, যা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন

দেশের উন্নয়নকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে যেন সীমিত সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

উন্নয়ন পরিকল্পনা কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান মাধ্যম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে জাতীয় বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিবছর এডিপি প্রণয়ন করা হয়। এডিপি বা সরকারি বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত স্তরে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং সুষ্ঠু ও গুণগত বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম বিভাগ প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকেন।

প্রকল্পসমূহে অর্থ বরাদ্দ/পুনঃ বরাদ্দ এবং এডিপিতে প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ অবমুক্তকরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ, এডিপি/আরএডিপি অনুমোদনের পর নতুন অনুমোদিত প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান, চলমান প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, পুন: উপযোজন, ব্যয় খাত সংশোধন এবং এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্তকরণে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM)
২	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)
৩	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (NRP) (প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট)
৪	Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II)
৫	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (URP): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (PCMU)

কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের জন্য ওয়েববেইজড ডাটাবেজ স্থাপন করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইত:পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ কর্তৃক এডিপি/আরএডিপি'র প্রস্তাবসমূহ কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করতো। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালে এডিপি/আরএডিপি'র তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগে স্থাপিত Foxpro base নামক সিস্টেমে আপলোড এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তা SQL Server এ আপডেট করা হয়। এ সিস্টেমের আওতায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপি/আরএডিপি'র ডাটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং বিশ্লেষণধর্মী না হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করার জন্য ২০১৭ সালে কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ADP/RADP Management System (AMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের পাশাপাশি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন (Report Generation), ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও পরিসংখ্যান প্রদান করাও সম্ভব হবে। AMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) সাথে সংগতি রেখে একাধিক বছরের জন্য Multi Year Public Investment Programme (MYPIP) প্রণয়ন, অর্থ বিভাগ, আইএমইডি ও ইআরডি-এর সাথে তথ্য আদান প্রদানের মত আবশ্যকীয় কার্যাবলী সম্পাদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ADP/RADP Management System (AMS) সফটওয়্যার গত ০২ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসাথে, এডিপি/আরএডিপি অনুমোদিত হওয়ার পর অনুমোদিত নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান, চলমান প্রকল্পে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান, পুনঃ উপযোজন এবং ব্যয়খাত সংশোধন ইত্যাদি এ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, AMS ও iBAS ++ এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে iBAS ++ হতে সরাসরি তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে কার্যক্রম বিভাগের একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বর্তমানে তথ্য আদান প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় এডিপি/আরডিপিতে অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে এলাকাভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজনের তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে GIS Analytic Interface সফটওয়্যার প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ সফটওয়্যারটি প্রণয়ন করা হলে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ এলাকাভিত্তিক জানা যাবে এবং নতুন প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক তথ্য পাওয়া যাবে।

তাছাড়া ইতোমধ্যে Projects Processing Management (PPM) নামক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে, যা AMS সিস্টেমের সাথে লিংক করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে একটি প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প কোন দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তা জানা যাবে এবং প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে কী পরিমাণ সময় ব্যয় হয়েছে তার প্রকৃত তথ্য জানা সম্ভব হবে। এছাড়া অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হলে কেন এবং কোন পর্যায়ে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কতটি মূল এবং সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং কতটি প্রকল্পের পিইসি/এসপিইসি সভা হয়েছে তাও জানা যাবে। এর ফলে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল সফটওয়্যার প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভব হলে সরকারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরো গতিশীল হবে।

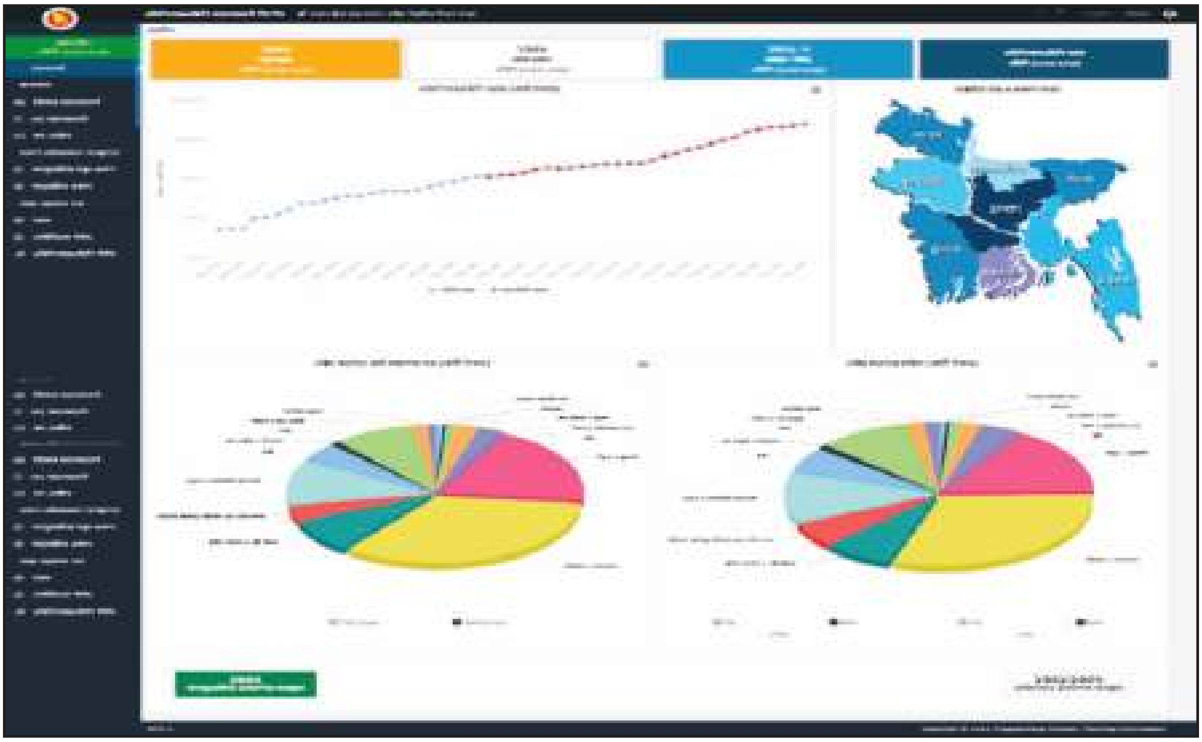

ADP/RADP Management System (AMS)

স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) প্রকল্প

সরকারি বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত স্তরে উন্নীতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)" শীর্ষক JICA সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল যেন জাতীয় উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে এ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) প্রণয়ন করা হয়েছে।

Ministry Assessment Format (MAF) ও Sector Appraisal Format (SAF)

এছাড়া প্রকল্পের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি পাইলট সেক্টরের (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি) জন্য Sector Strategy Paper (SSP) এবং Multi-Year Public Investment Programme (MYPIP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২টি পাইলট সেক্টরের জন্য Sector Strategy Paper (SSP)

এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ৫টি Example Logical Framework (for Rural Infrastructure-1 project, Power transmission-1 project, Power generation-1 project, Urban electrification-1 project and Rural electrification-1 project) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল Example Logical Framework অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহজেই প্রকল্পের Logical Framework Analysis (LFA) সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া ৩টি Model Cost Benefit Analysis (CBA) for Rural Infrastructure-1 project, Power transmission-1 project and Power distribution-1 project প্রণীত হয়েছে। Model CBA গুলো ব্যবহার করে সহজেই প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা যাবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতকরণের কাজ সহজতর করার লক্ষ্যে DPP Preparation Handbook প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) এর ডিজিটাইজেশনের কাজ চলমান রয়েছে। খুব শীঘ্রই ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হবে। এর ফলে অনলাইন বা অফলাইনে MAF ও SAF ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময়ে প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়ন করা যাবে এবং এ সংশ্লিষ্ট সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করা যাবে। প্রকল্পের আওতায় Public Investment Management (PIM) Guideline প্রণয়ন করা হয়েছে এবং PIM Reform Programme প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে MAF, SAF, CBA এবং LFA এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।

Logical Framework for Investment Project ও Public Investment Management (PIM) Guideline

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্প

দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ বিষয়ক তথ্য জানা এবং দুর্যোগের প্রবণতা ও ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকি নিরসনের কৌশল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)- প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্পের আওতায় Disaster Impact Assessment (DIA) tools and framework প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ভাণ্ডার Disaster and Climate Risk Information Platform (DRIP) চালু করা হয়েছে (www.drip.plancomm.gov.bd), যা গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী উদ্বোধন করেন। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে জাতীয় বিস্তারণ কর্মশালা (Natinal Dissemination Workshop) অনুষ্ঠিত হয়।

National Dissemination Workshop

বিশেষায়িত DRIP সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার Disaster Impact Asessment (DIA) সম্পাদন করার লক্ষ্যে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ডিপিপির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে (২৫.৩, ৩১) সন্নিবেশ করা যাবে। একই সাথে সে এলাকার বর্তমান আপদ ও বিপদ সংক্রান্ত তথ্য, অতীতের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি এবং ভবিষ্যত দুর্যোগ প্রবণতা সম্পর্কে জানা যাবে। 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকায়' Feasibility Studz ফরমেটে DIA অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে Risk Informed Development Planning in Bangladesh (DRM, DIA এবং DRIP) বিষয়ে মোট ১৬৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চারটি (৪) টি ব্যাচে LGED'র ৯৯ জন কর্মকর্তাকে DIA এবং DRIP বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৪ জনকে কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল এর মাধ্যমে Training of Trainers (ToT) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কর্মকর্তাগণকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত প্রশিক্ষণগুলো বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ও বিয়াম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং এনএপিডির ২০২৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে DIA এবং DRIP বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি-৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ

১.	Training on Risk Informed Development Planning in Bangladesh	১ম ব্যাচ	১৮ জন	বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগ, ঢাকা	২৬-২৯ জুন ২০২২
		২য় ব্যাচ	২৪ জন		২৫-২৮ জুলাই ২০২২
	মোট	২ ব্যাচ	৪২ জন		
২.	Training on Risk Informed Development Planning in Bangladesh	১ম ব্যাচ	২৪ জন	ব্র্যাক সিডিএম সাভার, ঢাকা	১৫-১৯ অক্টোবর ২০২২
		২য় ব্যাচ	২৩ জন		২৯ অক্টোবর-০২নভেম্বর ২০২২
		৩য় ব্যাচ	২৪ জন		০৫-০৯ নভেম্বর ২০২২
		৪র্থ ব্যাচ	২৮ জন		১২-১৬ নভেম্বর ২০২২
	মোট	৪ ব্যাচ	৯৯ জন		
৩.	ToT on DIA	১ম ব্যাচ	২৪ জন	ব্র্যাক সিডিএম সাভার, ঢাকা	০১-০৩ ডিসেম্বর ২০২২
সর্বমোট		৭ ব্যাচ	১৬৫ জন	-	-

ব্র্যাক সিডিএম এ TOT প্রশিক্ষণ এবং প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন

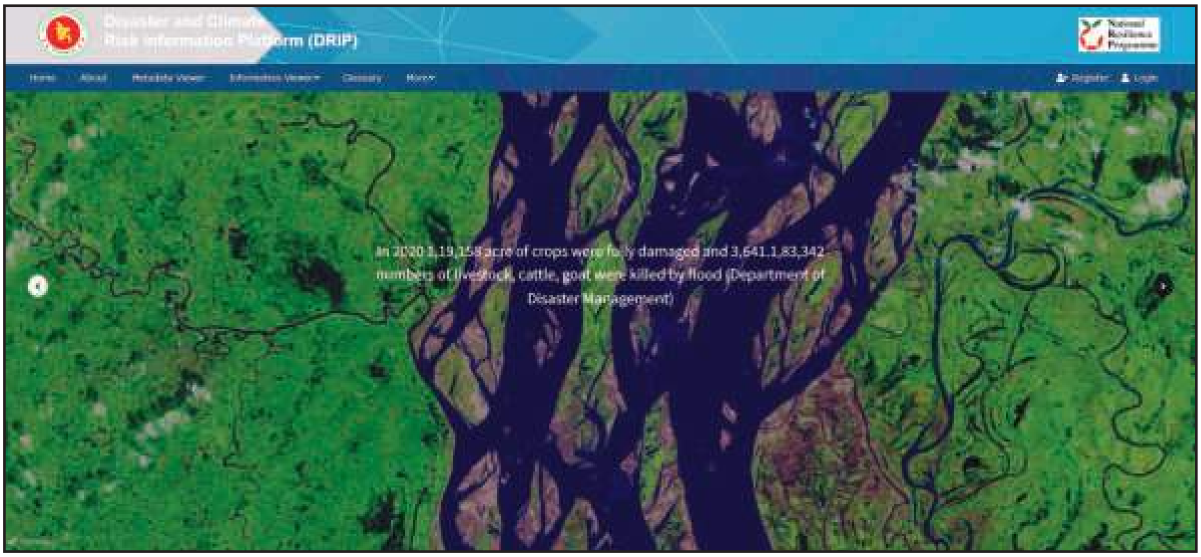

Disaster and Climate Risk Information Platform (DRIP)

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)- প্রোগ্রামিং ডিভিশন পার্ট প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে দুর্যোগ সহনশীল (resilient) করার লক্ষ্যে Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)-এর সাথে MoU সম্পাদনের মাধ্যমে BEZA এর ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে Business Continuity Plan (BCP) সম্পন্ন হয়েছে। সম্পাদিত MoU এর আওতায় NRP কর্তৃক ২০২২ সালের ডিসেম্বরে "Introducing Business Continuity Plan (Area Specific and Enterprize Level) in Selected Economic Zones of Bangladesh" নামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটির জন্য দুটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল যথা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন) এবং মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনকে (MIEZ) পাইলটিং এর ভিত্তিতে মনোনীত করা হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের পরে Business Continuity Plan (BCP) ব্যবহার করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে পারে। এই উদ্যোগ শুধু ব্যবসায়ীদের স্বার্থই রক্ষা করবেনা বরং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকেও আকৃষ্ট করবে। উপরন্তু এটি ব্যবসার ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি এটি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। বেসরকারি খাতে শিল্প উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের Chattogram Chamber of Commerce & Industry (CCCI) এর সহায়তায় Supply Chain Resilience Training Module এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/ স্টাডি সম্পাদন করা হয়েছে।

Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-ll) প্রকল্প

জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জলবায়ু ঝুঁকি তথ্যের সহজলভ্যতা এবং প্রকল্প মূল্যায়নকালে জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগকে সহায়তার লক্ষ্যে জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (GIZ) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে “Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-ll)” শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ৩টি আউটপুটের মধ্যে আউটপুট ১ এর আওতায় পরিবেশ এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতি ও কার্যক্রম সন্নিবেশপূর্বক ম্যাপিং করে ডেল্টা প্ল্যান এর ০৬টি Hotspot অনুযায়ী ০৬টি মডেল ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। আউটপুট ২ এর আওতায় Planning Information System (PLIS) এবং Climate Check Method (CCM) এ দুটি Tools তৈরি করার কাজটি চলমান রয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জুন, ২০২২ এ জারিকৃত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা” এর ২৫.১, ২৫.২ ও ২৫.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ প্রতিফলনপূর্বক PLIS সফটওয়্যারটি প্রণয়ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে আউটপুট ৩ এর আওতায় ১৫০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৪২ জন কর্মকর্তাকে “Integrating Climate Change Adaptation into Development Planning of Bangladesh” বিষয়ে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এ আউটপুটের আওতায় জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)-তে ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজটি চলমান রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণে দলগত উপস্থাপনা

ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস, বাংলাদেশে (আইএবি) অনুষ্ঠিত ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

দলগত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (URP): কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (PCMU) প্রকল্প

“আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (URP)” প্রকল্পটির মাধ্যমে শহর এলাকায় বৃহদাকারের দুর্যোগ/ভূমিকম্পসহ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও আপদকালীন উদ্ধার কার্যক্রম সফল ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ/কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও সিলেট শহরের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহন, অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন অবকাঠামো তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরি ICT যোগাযোগ, ইমার্জেন্সি সেন্টার তৈরি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। পিসিএমইউ প্রকল্পটি আরবান রেজিলিয়েন্স (ইউআরপি) এর একটি উপ-প্রকল্প। প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরী প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা এ প্রকল্পের প্রধান কাজ। অন্য তিনটি উপ-প্রকল্প হলো URP:DNCC, URP:RAJUK, URP:DDM.

এ প্রকল্পের ডিএনসিসি (DNCC-Dhaka North City Corporation) এবং ডিডিএম (DDM- Department of Disaster Management) কর্তৃক বাস্তবায়িত কম্পোনেন্টসমূহ:

A-1: “ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (ERCC)” এবং “ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (NDMRTI)” প্রতিষ্ঠার জন্য উউগ ভবনের সংস্কার ও সজ্জিতকরণ করা হয়েছে।

A-2: ওয়্যারহাউজ, ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (EOC), ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (DRM) অফিস, জোনাল কন্ট্রোল রুম, কমান্ড ও কন্ট্রোল রুম এবং অক্সিলিয়ারি কন্ট্রোল রুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

A-3: ইমার্জেন্সি কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ECT) যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কমিউনিকেশন টাওয়ার ও কমিউনিকেশন সিস্টেম স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

A-4: "অনুসন্ধান এবং উদ্ধার (Search and Rescue-SAR)" সরঞ্জাম সংগ্রহ যেমন, ড্রোন, জল উদ্ধারকারী যানবাহন, শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র (breathing apparatus), টার্ন টেবিল ল্যাডার (টিটিএল ৬৪-মিটার), হাজমত সামগ্রী, উদ্ধারকারী যানবাহন, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE), ক্রেন, হুইল টাইপ এক্সকাভেটর, চেইন টাইপ এক্সকাভেটর, বুলডোজার, অ্যাম্বুলেন্স, মর্চুয়ারি ভ্যান ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

A-5: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলিকে প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং ড্রিল (TED) পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত
B-1: গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন করা; এবং
B-2: ঢাকা শহরে ঝুঁকি-সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (RSLUP) পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা করা;
C-1: একটি আরবান রেজিলিয়েন্স ইউনিট (URU) নির্মাণ এবং পরিচালনা করা;
C-2: একটি ইলেকট্রনিক কনস্ট্রাকশন পারমিটিং সিস্টেম (ECPS) স্থাপন করা;
C-3: প্রকৌশলী, স্থপতি এবং পরিকল্পনাবিদদের জন্য একটি পেশাদার স্বীকৃতি প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;
C-4: রাজউকের আওতাধীন নগর এলাকার মধ্যে উন্নত বিল্ডিং কোড প্রয়োগকরণ;

দুর্যোগকালীন সময়ে ERCC সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং সমন্বয় কার্যক্রমে কমান্ড-এন্ড-কন্ট্রোলের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। NDMRTI গঠনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কক্ষ, বহুমুখী হল, লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম সংস্কার এবং জরুরি বহির্গমন পথ নির্মাণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' (NDMRTI) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এভাবে, NDMRTI এবং ERCC দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। অন্যদিকে ওয়্যারহাউজ, ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি), ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ডিআরএম) অফিস, জোনাল কন্ট্রোল রুম, কমান্ড ও কন্ট্রোল রুম এবং অক্সিলিয়ারি কন্ট্রোল রুম, ইমার্জেন্সি কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ECT), কমিউনিকেশন টাওয়ার ও কমিউনিকেশন সিস্টেম, অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue-SAR) সরঞ্জাম; প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং ড্রিল (TED) পরিষেবাসমূহ দুর্যোগকালীন সময়ে সমন্বয় কার্যক্রম এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অবদান রাখছে।

রাজউক কর্তৃক উপরিল্লিখিত কম্পোনেন্টসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে এবং শুধুমাত্র আরবান রেসিলিয়েন্স ইউনিট এর নির্মাণকাজ দৃশ্যমান রয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার সুবিধা সম্বলিত, দুইটি বেসমেন্টসহ "আরবান রেসিলিয়েন্স ইউনিট" নামে একটি ১০ তলা ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরবান রেসিলিয়েন্স ইউনিট (URU) মূলধারার দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, পরিকল্পনা, নীতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করবে। এছাড়াও টজট ইলেকট্রনিকভাবে স্বয়ংক্রিয় নির্মাণের অনুমতি প্রদানকারী অবকাঠামো এবং প্রক্রিয়া সমন্বয়, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন অনুমতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, নির্মাণের গুণগত মান উন্নত করতে এবং কাঠামোগত দুর্বলতা মূল্যায়ন করতে নির্মাণ সামগ্রীর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করবে।

প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতার পাশাপাশি, URU ভবনে অত্যাধুনিক নির্মাণসামগ্রী কাঠামো পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরি এবং ফিল্ড সরঞ্জাম থাকবে। এটি স্থাপনা/ভবনসমূহের নির্মাণজনিত গুণগত মান উন্নয়ন এবং মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে। দুর্যোগকালীন সময়ে উক্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অবর্তমানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ভবন এবং সুবিধা সমূহ ভয়াবহ রকমের ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। বিশেষ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জন্য যে অনুসন্ধান, উদ্ধারকারী সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ দেয়া হয়েছে তা দুর্যোগকালীন সময়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ধার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অবকাঠামো উন্নয়নে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অভূতপূর্ব অবদান রাখছে।

Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning II (ACCNLDP ll) প্রকল্পের (GIZ অংশের) সমাপনী অনুষ্ঠান

Training on Sector Appraisal Format (SAF) for Local Government and Rural Development Sector

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

৩.২ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০৪১" এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স) অর্জনে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (Socio-Economic Infrastructure Division) কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের আওতায় প্রণীত আইন ও বিধি, সেক্টর পরিকল্পনাসহ কর্মকৌশল (Strategic Plan) এর মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ সরকারের সময়কালে রূপকল্প ২০২১, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি), ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এবং বিদ্যমান বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, ধর্ম,সংস্কৃতি ও বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা, সাধারণ সরকারি সেবা ইত্যাদি খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ২৪.৫১% শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ-এর আওতায় ১) শিক্ষা ২) ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন ৩) সামাজিক সুরক্ষা ৪) স্বাস্থ্য ৫) সাধারণ সরকারি সেবা এবং ৬) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি মোট ০৬টি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত। এ সকল সেক্টরের মাধ্যমে ৩২টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে এ বিভাগ সার্বিক সহায়তা করে থাকে।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যপরিধি

- সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন উপ-খাতের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সারপত্র সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে কার্যাবলী সম্পাদন;
- সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও অর্জিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন;
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাভুক্ত সেক্টরসমূহের জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও একনেক এর বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলির উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;
- বৈদেশিক অর্থায়ন (ঋণ/অনুদান) চুক্তি ও নেগোসিয়েশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;
- প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
সেক্টর: শিক্ষা

বাংলাদেশের মানবপুজিঁ শক্তিশালী করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) মেয়াদে সরকার পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির জন্য শিক্ষা খাত উন্নয়নের মাধ্যমে মানবপুজিঁ উন্নয়নে এর সম্পদকে সম্পৃক্ত করবে। সরকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সাথে মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষায় ভর্তি বাড়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। শ্রমশক্তির যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সঠিক দক্ষতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্যান্য দক্ষতা কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিক্ষা সেক্টরের জন্য ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এমটিবিএফ এর প্রক্ষেপণ যথাক্রমে ২৬০৭০.০০ কোটি, ৩২৫৯০.০০ কোটি টাকা ও ৪০২০০.০০ কোটি (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা-৫৮০)।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষা সেক্টরের প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০৪১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(আরএডিপি)-তে শিক্ষা সেক্টরে ১১৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৮৪৩১.৩৬ কোটি (জিওবি: ১৩৪২৪.৪৪ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫০০৬.৯২ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলমান মোট ১১৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১১২টি বিনিয়োগ ও ০৭টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়ন

সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪)" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে একটি দক্ষ, সমন্বিত এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুবান্ধব শিক্ষা নিশ্চিতসহ শিক্ষা বৈষম্য হ্রাস করার নিমিত্ত "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম পর্যায়)", "চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চলমান ০৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৭৮৪.৬৮ কোটি (জিওবি: ৩৩১৮.১৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৪৬৬.৪৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যায়ে দেশব্যাপী নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করা, বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন', 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়), নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন, সরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কলেজ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান, গবেষণাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং উচ্চ শিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শক্তিশালীকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানসহ প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক/একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে চলমান ৭৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭২১৮.৩৩ কোটি (জিওবি: ৬৮২১.৬৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯৬.৬৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের উন্নয়ন

উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্রতার হার হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার TVET (Technical and Vocational Education and Training) খাতকে ফোকাস সেক্টর হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ লক্ষ্যে সার্বিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৮০০টি মাদ্রাসায় নতুন অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণকল্পে "নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন" প্রকল্প এবং সারা দেশের এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ সম্পন্ন করার নিমিত্ত "মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এমইএমআইএস সাপোর্ট স্থাপন" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা সেক্টরে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে। সারাদেশের মসজিদ, মন্দির এবং প্যাগোডার অবকাঠামো ব্যবহার করে শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন, গীতা ও ত্রিপিটক অবলম্বনে সাধারণ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। রিসোর্স সেন্টার কাম শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনার মাধ্যমে সারাদেশে ৭৬৬৭০ জন আলেম-উলামা, বেকার নারী-পুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৭ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়)", "প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের চলমান ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০৮৬.০০ কোটি (জিওবি: ১৯৪২.২২ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৩.৭৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০৭৩.১৯ কোটি (জিওবি: ১০৭৩.১৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

বেলাব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নরসিংদী

টেক্সটাইল শিক্ষার উন্নয়ন

বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ খাতে ৫(পাঁচ) টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও বরিশাল) টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, পীরগঞ্জ (রংপুর), মাদারীপুর, সিলেট এবং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সুনামগঞ্জ, খুলনা, পিরোজপুর, মেহেরপুর, বরিশাল এবং সিলেটে এ নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নোয়াখালীসহ গৌরনদী, ভোলা, জামালপুর, নওগাঁ (মান্দা), লালমনিরহাট, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জে নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চলমান ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ২১৯.০০ কোটি (জিওবি: ২১৯.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

শিক্ষা সেক্টরের অন্যান্য উদ্যোগসমূহ

শিক্ষা সেক্টরে প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চলমান ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৫০.১৫ কোটি (জিওবি: ৫০.১৫ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা সেক্টরে গৃহীত উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ বাজার চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সেক্টর: ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন

বাংলাদেশ সরকারের ‘রূপকল্প ২০৪১’ এর সফল বাস্তবায়ন ও ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জনের জন্য মূল চালিকাশক্তি, ধারক ও বাহক হলো দক্ষ ও মানসিক ও নৈতিকভাবে উন্নত মানবসম্পদ। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকারসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্পষ্ট। নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়গুলোর এসব কার্যক্রম বিনোদন, সংস্কৃতি এবং ধর্ম শ্রেণিতে বিন্যস্ত। এই মন্ত্রণালয়গুলো হলো: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় থেকে প্রদত্ত সেবা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিক সমাজ তৈরিতে সাহায্য করে। যুবসমাজ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণসহ ব্যাপক উন্নয়নের ধারায় আনার জন্য বিশেষ মনোযোগদান প্রয়োজন। নাগরিকদের বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা অত্যন্ত জরুরি। ধর্ম নাগরিকদের নৈতিক

মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তাদানসহ নৈতিক মান উন্নয়ন, উন্নত মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীল আচরণ করে গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রাখে। সংস্কৃতি বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি এবং অর্জনে নাগরিকদের সদিচ্ছাকে সংগ্রহ করে। পরিশেষে, সঠিক তথ্যের সহজলভ্যতা দেশে এবং দেশের বাইরে নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ ও কর্মকৌশল

এ সেক্টরের আওতায় ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতে গৃহীত সকল অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধ পরিকর। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন সেক্টরের জন্য ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্ষেপণ যথাক্রমে ২৭৮০.০০ কোটি, ৩২৩০.০০ কোটি ও ৩৮৮০.০০ কোটি (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, ইংরেজি সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৭০৮)।

প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন সেক্টরের আওতায় ০৪ টি মন্ত্রণালয় ক) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঘ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর ৪৭টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত ২৩৬৪.৯১ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি ২৩১২.০৯ ও প্রকল্প সাহায্য ৫২.৮২ কোটি টাকা এবং অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ ১৭৮.৩৩ কোটি টাকা। এ সেক্টরের আওতায় আরএডিপিতে চলমান মোট ৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৪টি বিনিয়োগ এবং ০২টি স্ব-অর্থায়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, এ সেক্টরের সম্ভাব্য সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা হলো ১০টি।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মন্দির, মসজিদ এবং প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা চলমান রয়েছে। তাছাড়া, দেশের সঠিক ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সারাদেশের ২৭৪১টি মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামতের লক্ষ্যে সম্প্রতি সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে মসজিদ অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রায় ০১(এক) কোটি ২২(বাইশ) লক্ষ শিশু শিক্ষার্থীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান, নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, ২০৫০টি রিসোর্স সেন্টার কাম-শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা এবং সারাদেশে ৭৮৬৬৭০ জন আলেম ওলামা, বেকার নারী-পুরুষকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যাক্রম-৭ম পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এ খাতের আওতাধীন। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব সেক্টরে বেশ কিছু ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করাসহ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩৩ শতাংশ যুব-মহিলা। তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া সেক্টরের আওতায় ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও ক্রীড়ার ভৌত অবকাঠামো গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। খেলার মান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে যুব সমাজের নিকট ক্রীড়ার সুবিধাদি পৌঁছানোর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সেক্টরের আওতায় সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই সেক্টরভুক্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিএফডিসি, গণসংযোগ অধিদপ্তর এর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ হলো সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নানাবিধ প্রচারণা ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এছাড়া ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশে গুরুত্বপূর্ণ নীতি, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

সেক্টর: স্বাস্থ্য

২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীতকরণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি, যার অন্যতম নিয়ামক মানসম্মত জনস্বাস্থ্য। একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেক্টরে বর্তমান সরকারের ভিশন হলো 'সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা'। এটি অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-সব ধরনের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার পরিধি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বয়স্ক ও দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কমিউনিটি ক্লিনিক, জেলা হাসপাতাল, জাতীয় ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ, সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে শক্তিশালী করা ও স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন জোরদার করা, স্বাস্থ্যখাতের পেশাজীবীদের গুণগত

মানোন্নয়নসহ দক্ষ পেশাদারি জনবল বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম। এ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠির সহায়তা/অনুদান/ঋণে বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি)'র আওতায় ৩১টি অপারেশনাল প্ল্যান চলমান রয়েছে। এ অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৪র্থ এইচপিএনএসপি-এর মেয়াদ 'জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২' হতে ১ বছর বৃদ্ধি করে 'জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩' নির্ধারণপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপি-তে স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ৬১টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ সর্বমোট ৬৭টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১২৭৪৭.৬৯ কোটি (জিওবি ৮৩৬৪.১৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪৩৮৩.৫১ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে একনেক সভায় ৪টি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৬টি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২টিসহ সর্বমোট ১২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হসপিটাল

সেক্টর: সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গরিব অসহায় ও দুস্থ জনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে। ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে অতিদারিদ্র্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সরকার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। দেশের অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম নীতি হলো সামাজিক সুরক্ষা প্রদান। সামাজিক সুরক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়ন। বাংলাদেশ এর জিডিপির শতকরা ২.২ ভাগ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় করা হয়ে থাকে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, ইংরেজি সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭১১-৭১২)

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ ও কর্মকৌশল

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা সেক্টরের জন্য ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রক্ষেপণ যথাক্রমে ৯২২০.০০ কোটি, ১০৭৫০.০০ ও ১২১৭০.০০ কোটি টাকা (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডিসেম্বর ২০২০, ইংরেজি সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৭৮০)।

প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

সামাজিক সুরক্ষা সেক্টরের আওতায় ০৩টি মন্ত্রণালয় যথা ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ৫২টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত ২৫৬৯.৭৩ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি ২৩৬৮.৬৩ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২০১.১০ কোটি টাকা এবং অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ ৫৭.১৬ কোটি টাকা। এ সেক্টরের আওতায় আরএডিপিতে চলমান মোট ৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৫০টি বিনিয়োগ এবং ০৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, এ সেক্টরের সম্ভাব্য সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা হলো ১৯টি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

এ সেক্টরের আওতায় দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান। বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত অধিকাংশ প্রকল্প এতিম, প্রতিবন্ধী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নার্থে ভূমিকা রাখে। এছাড়া এ সেক্টরের লক্ষ্য হলো নারীর উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের বিকাশ সাধন। এর আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিতকরত সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এসব বিনিয়োগ ও কারিগরি প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শিশুরাই আগামীর কর্ণধার বিবেচনায় শিশুর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বীর নিবাস

১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণ, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রতিটি জেলা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনী সদস্যদের স্মরণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মধুখালি, ফরিদপুর

সেক্টর: সাধারণ সরকারি সেবা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনের অগ্রগতিকে সম্পৃক্ত করে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই জনপ্রশাসন সেক্টরের মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়ন বিশেষত: অনলাইন ভ্যাট আদায় ও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সুযোগ তৈরি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার,বিমাখাতের উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রতিযোগিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর অধিকতর সংস্কার ও ই-জিপি সম্প্রসারণ, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের নিকট সরকারের প্রশাসনিক সেবা যথাসময়ে ও দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেয়াই এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতি সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে ৫৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৩৪.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ’, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় ‘ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ক্যাবিনেট ডিভিশন এন্ড ফিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ‘বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন’ ও ‘ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৩ (২য় পর্যায়)’, অর্থ বিভাগের ‘স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)’ নির্বাচন কমিশনের আওতায় ‘নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার” এবং ‘Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA)’, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ (ভ্যাট অনলাইন)’ শীর্ষক প্রকল্প।

উল্লিখিত প্রকল্পগুলো ছাড়াও এ সেক্টরের আওতায় সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ' 'স্ট্রেংথেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক 'সরকারি বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর করার জন্য সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন' প্রকল্প ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন' সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। অ্যাকাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)', 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'বিপিএটিসি এর কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' ও 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)' স্থানীয় সরকার বিভাগের 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)' দুদক-এর 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ', বিপিএসসি-এর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের '৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ এ সেক্টরের অন্যতম কয়েকটি প্রকল্প।সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে সাধারণ সরকারি সেবার আওতায় গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম জনপ্রশাসনের জন্য আধুনিক বিশ্বের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পসমূহ উন্নত জনসেবা প্রদান তথা দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সেক্টর: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি প্রদান, আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি তথ্য ভাণ্ডার নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন, ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও নিরাপদ ই-মেইল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন, দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, স্ট্যাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, দুর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি প্রদান, সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা, প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন, ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ, নবজাতকের জন্মগত হাইপো থাইরয়েডিজমজনিত প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, খুলনা স্থাপন, হাইড্রোজেন গবেষণাগার স্থাপন, বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুঁটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন, কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, কক্সবাজারস্থ বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম স্থাপন, বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন, বিসিএসআইআর এর ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এসকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিজ্ঞান ও আইসিটি সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসহ উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস তথা জনগণের জীবন মানের উন্নয়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

শেখ কামাল আইটি এন্ড ট্রেনিং ইনকিউবেটর সেন্টার চুয়েট

সদস্য (সচিব), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সনদ প্রদান

কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৩.৩ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশনের ছয়টি বিভাগের মধ্যে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ অন্যতম। এ বিভাগের মূল কাজ হলো- কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মকৌশল নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। এ বিভাগের আওতায় মোট পাঁচটি অনুবিভাগ যথা পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় অনুবিভাগ; বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ; ফসল অনুবিভাগ; খাদ্য ও সার মনিটরিং অনুবিভাগ এবং সেচ অনুবিভাগ বিদ্যমান। এ বিভাগ তিনটি সেক্টর যথা (১) কৃষি, (২) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং (৩) পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদের প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় কৃষি সেক্টরের অধীনে ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ ও ভূমি সাব-সেক্টর, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের অধীনে স্থানীয় সরকার এবং পল্লী প্রতিষ্ঠান ও পল্লী উন্নয়ন সাব-সেক্টর এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ সেক্টরের অধীনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাব-সেক্টর রয়েছে। দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ধরে রাখাসহ কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়ন, পল্লী জীবনমানের উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহতকরণ, ভূমি সেবা আধুনিকায়ন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে এ বিভাগ হতে প্রক্রিয়াকরণকৃত প্রকল্পসমূহ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যপরিধি

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রধানত কৃষি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ এই ৩টি সেক্টরের আওতায় ১১টি সাবসেক্টরের প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই বিভাগের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

- কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে অগ্রাধিকার, লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মকৌশল নির্ণয়;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
- এসব খাতের প্রকল্পের জন্য বার্ষিক/সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচি ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি প্রণয়ন;
- দাতা/উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য স্মারক ও সাহায্য উপযোগী প্রকল্প তালিকা প্রণয়ন;
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ও অবস্থান পত্রের উপর মতামত প্রদান;
- প্রাক-একনেক, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সেক্টর : কৃষি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিদ্যমান ১৫টি সেক্টরের মধ্যে কৃষি সেক্টরের আওতায় ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ ও ভূমিসহ মোট ৭টি সাব-সেক্টর রয়েছে। কৃষি সেক্টর বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করা, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি বিষয়াবলির ওপর কৃষি সেক্টরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সাব- সেক্টর: ফসল

ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত এবং প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং এর দ্রুত সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা প্রদান, বিনামূল্যে ও ভর্তুকি মূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ কৃষকের মাঝে সরবরাহ এবং সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ছাড়াও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি কার্যক্রম কৃষি সেক্টর গ্রহণ করে থাকে। উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন কার্যক্রম ফসল সাব-সেক্টর করে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ফসল অনুবিভাগের আওতায় মোট ৬২টি (বিনিয়োগ ৬০টি ও কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এসকল প্রকল্পের জন্য এ অর্থবছরে মোট ৩৩০৫.০৯ কোটি (জিওবি ২৮৮১.৩৮ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান ৪২৩.৭১ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফসল অনুবিভাগের অধীনে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ২৯টি প্রকল্প রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ ৭টি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER)"-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ, উদ্যোক্তা তৈরি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ

করা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে বন্যা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, টেকসই পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অনুশীলন, উন্নত সেচ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত সহনীয়তা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত ও টেকসই ফসলের জাত সম্প্রসারণ, সর্বোপরি কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করাসহ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে "Flood Reconstruction Emergency Assistance for Agriculture Project (FREAP)"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সাব-সেক্টর: খাদ্য

খাদ্য উপ-খাতের অধীনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণির নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৮টি (বিনিয়োগ ৬টি ও কারিগরি সহায়তা ২টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য এ অর্থ বছরে মোট ১০৬০.৬৫ কোটি (জিওবি ১৪৭.৪১ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান ৯১৩.২৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খাদ্য সাব-সেক্টরের অধীনে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ৪টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় ২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত, পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অন লাইন কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" এবং "দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)" শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় বর্তমানে দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে ৮টি (৬টি চাল + ২টি গম) আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ এবং কৃষকের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানোর সুবিধাদিসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহসহ এ সেক্টরের আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগের খাদ্য ও সার-মনিটরিং অনুবিভাগ হতে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। এছাড়া, "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সাব-সেক্টর: বন

বন ও পরিবেশ সাব-সেক্টরের মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ও বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এসব বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী, কার্বন মজুদ বৃদ্ধি, নতুন চর জেগে উঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবাসস্থল এবং প্রজনন সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বন ও পরিবেশ সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৩০টি (বিনিয়োগ ২১টি এবং কারিগরি ৯টি) চলমান প্রকল্প রয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবুজ পাতায় ২২টি প্রকল্প ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক এবং ২টি প্রকল্প মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যাদের মোট বরাদ্দ ছিল ৪৬৮৬.৩৭৯২ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

'বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় ছোট দ্বীপ এবং নদীর চরের জন্য অভিযোজন উদ্যোগ' (Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Charland in Bangladesh) প্রকল্পটি গত ১৭-০১-২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৭.৮৬২৫ কোটি টাকা। ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখ মেয়াদ ধরা হয়। 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (BEST)' প্রকল্পটি গত ১১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৯৫.৮৭৫৯ কোটি টাকা। ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ তারিখ মেয়াদ ধরা হয়। 'Building Climate Resilient Livelihoods in Vulnerable Landscapes in Bangladesh (BCRL)'-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৬.০৬ কোটি টাকা। ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ তারিখ মেয়াদ ধরা হয়। "টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ১৫০২.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে।

“Integrated approach towards sustainable plastics use and marine litter prevention in Bangladesh” প্রকল্পটি গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ মোট ৩৪.২৬০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ নভেম্বর ২০২২ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে।

সাব-সেক্টর: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এসব বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ পরিচালনা, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, জলাশয় পুন:খনন, স্বাদু পানি চিংড়ি চাষ কার্যক্রম, সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধির জন্য গবেষণা জোরদারকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উন্নত ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ সাব-সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য হলো দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও মূল্য সংযোজনের টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'তে মৎস্য সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৭৫৮.৮৮ কোটি (সাতশত আটান্ন কোটি আটাশি লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ২৯৬.২৮ কোটি (দুইশত ছিয়ানব্বই কোটি আটাশ লক্ষ) টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৬২.৬০ কোটি (চারশত বাষট্টি কোটি ষাট লক্ষ) টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'তে প্রাণিসম্পদ সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১৯টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার সবগুলোই বিনিয়োগ প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি'তে মোট ১৩১১.৮৬ কোটি (এক হাজার তিনশত এগারো কোটি ছিয়াশি লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ৬০৩.৮৬ কোটি (ছয়শত তিন কোটি ছিয়াছি লক্ষ) টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০৮.০০ কোটি (সাতশত আট কোটি) টাকা। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবুজ পাতায় ১৩টি প্রকল্প ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক এবং ২টি (১টি সবুজ পাতাভুক্ত প্রকল্প এবং ২টি সংশোধিত প্রকল্প) প্রকল্প মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যাদের মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৯৩.৪৬ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২১-০৩-২০২৩ তারিখ ২৪৫৭.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ তারিখ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি ন্যাশনাল ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে এবং এ প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হবে।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মৎস্য চাষ ও মৎস্যখাত আসিয়ান (ASEAN) বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮/০৪/২০২৩ তারিখ ২.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। এই প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন এবং ক্লাস্টার অ্যাকোয়াকালচার ফার্মিং বাস্তবায়ন, অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৫-০৩-২০২৩ তারিখ ৪৩৩.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২৪ তারিখ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর ২টি বুল স্টেশন কাম এ আই ল্যাব নির্মাণ এবং সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও বগুড়ায় ৫টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব ইউনিট নির্মাণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে।

সাব-সেক্টর: সেচ

আধুনিক সেচ প্রযুক্তি এবং সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশের সুরক্ষা প্রদান করে। দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য যে সকল নদীতে সারা বছর পর্যাপ্ত পানি থাকে সে সকল নদী থেকে পানি উত্তোলনপূর্বক খননকৃত খালে সংরক্ষণ করে সেচ প্রদান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে রাবার ড্যাম এবং হাইড্রোলিক ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ,গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পানির অপচয় রোধ করার জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৩৪ টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২৩৯২.৭৯ কোটি টাকা (জিওবি ২০৫৪.৩২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩৪.৪৭ কোটি টাকা) এবং ১টি কারিগরি প্রকল্পের অনুকূলে ১১.৭৪ কোটি টাকা (জিওবি ৯.৭৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২.০০ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, এ সাব-সেক্টরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় রয়েছে ৭টি প্রকল্প।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের মোট ৩ টি বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। 'কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প। ২৩,৭২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি আমন এ সম্পূরক সেচ এবং শাকসবজির জমিতে ভূউপরিস্থ পানি-নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ১,১৮,৬২৩ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন, আধুনিক সেচ প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, বেরিড পাইপ ইত্যাদি) প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ৩টি জেলার ৩৪টি উপজেলায় মোট ৩৬৫.৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৬১৭ কিলোমিটার সেচ খাল পুনঃখনন, ৫০সেট সৌরচালিত পাম্প স্থাপন ও ১৪৩৮টি বিভিন্ন ধরনের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ বছরে রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার পুন:খননকৃত কুচামারা খাল (৬০০ মিটার)

রানীনগর, শিবগঞ্জ উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা
Buried পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান

রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায়
বারিড পাইপ স্থাপন কার্যক্রম

সাব-সেক্টরঃ ভূমি

ভূমি উপ-খাতের অধীনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ তথা জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ভূমি উপ-খাতের আওতায় মোট ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য এ অর্থবছরে মোট ৪২৮.৩৩ কোটি (জিওবি ২৮৫.০০ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান ১৪৩.৩৩ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ৪টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নেই।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙ্গনের ফলে দুর্গত ৪৪,৪৯৩টি পরিবারকে খাস জমিতে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনবার্সন করা সম্ভব হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে ৪.০৭ কোটি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহসহ এ সেক্টরের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগের খাদ্য ও সার-মনিটরিং অনুবিভাগ হতে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়।

সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

সাব-সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন সাব সেক্টরের আওতায়-দেশের গ্রামীণ নারী-পুরুষদের টেকসই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের-আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য মূলধন সহায়তা প্রদান করে আত্ম মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও এ সাব-সেক্টরের প্রকল্পগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রকল্পগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পল্লী উন্নয়ন সাব-সেক্টরগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ২৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে।

এছাড়াও, একনেক সভায় নতুন ৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য এডিপিতে মোট ২৯১৬.৩৪ (জিওবি ২৮৮৩.২৬ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৩.০৮ কোটি টাকা) (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১৭৯০.০০ কোটি + পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৯০৪.২৫ কোটি + পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২২২.০৯ কোটি=২৯১৬.৩৪ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী প্রতিষ্ঠান সাব-সেক্টরের অধীনে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ২৮টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ০১ টি প্রকল্প মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৫ম সংশোধনী ও খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট প্রায় ৫,৫৫,৬১৭ টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু উদ্বাস্তু এবং কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কারণে ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এছাড়া,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণের জন্য সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাট, ফরিদপুর ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী প্রতিষ্ঠান

পল্লী প্রতিষ্ঠান সাব সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক ও সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে যা ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। এছাড়া, এ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে গ্রামীণ হাট বাজারের উন্নয়ন, উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণসহ বিভিন্ন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে শহরের আধুনিক সেবা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে যা জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পল্লী প্রতিষ্ঠান সাব-সেক্টরের প্রকল্পগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য মোট ১৩২৪৭.১৭ কোটি (তেরো হাজার দুইশত সাতচল্লিশ কোটি সতেরো লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ৯৪০০.০০ কোটি (নয় হাজার চারশত কোটি) টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৩৮৪৭.১৭ কোটি (তিন হাজার আটশত সাতচল্লিশ কোটি সতেরো লক্ষ) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগে ৭৭টি (সাতাত্তর) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৭৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি)) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় মোট ২৫টি প্রকল্প প্রস্তাব স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টরে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ২৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২৪টি প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠিত ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০টি প্রকল্প অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩', 'রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২)(৩য় সংশোধিত)', 'রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)', 'জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে। 'পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় ১৩২টি সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও ৭৫টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। 'ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৮০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। 'দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০৭টি বাজারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫০টি বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ২১১টি বাজারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ২৪৬টি বাজারের অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ৫৩০টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সেক্টরঃ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ

সাব-সেক্টরঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন উপ-খাতের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে প্রায় প্রতি বছর তীব্র ঝড়, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের শিকার হয়। এছাড়া, বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকিতে রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা-১৩ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে বন্যা ও নদীভাঙন থেকে ফসল, সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষার জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ হতে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব সতর্কতা, দ্রুত সাড়া প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং জেন্ডার সংবেদনশীল আশ্রয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন উপ-খাতের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ১২টি (বিনিয়োগ ১০টি এবং কারিগরি ২টি) প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য এ অর্থ বছরে মোট ২০১৭.৫২ কোটি (জিওবি ১৮৫৪.১৯ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান ১৬৩.৩৩ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ২টি প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নেই।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৭.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১০ তলা ভীতবিশিষ্ট ১টি প্রশাসনিক কাম অ্যাকাডেমিক ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত (৪৮৩১.০০ বর্গমিটার) নির্মাণ এবং আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্য ১টি ৬ তলা ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত (১৬৭৪.০০ বর্গমিটার) নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। “প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাব মোট ১৩৬.৯৭ কোটি টাকা (জিওবি ২২.৬৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প অনুদান ১১৪.৩৩ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে Japan International Cooperation System (JICS)-এর প্রকল্প অনুদানে এপ্রিল ২০১৩ হতে জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০২৩ খ্রি. এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় ৩০টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ২১টি ফিক্সড টাইপ স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। “মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৯০৩.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৯টি জেলার ৭০টি উপজেলাসহ বন্যা ও নদীভাঙ্গনপ্রবণ ২৩টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় মোট ৪৫০ মুজিব কিল্লা সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জেলা ত্রাণগুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৪৩.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর নিকট দ্রুত জরুরি ত্রাণ সহায়তা ও মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৫টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৬,৫৪৫.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে সারাদেশে ২৭,২৭৮টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণাধীন রয়েছে।

সাব-সেক্টরঃ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ কৃষি, মৎস্য, শিল্প, বনায়ন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নৌ-পরিবহন ও স্যানিটেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল খাত বিবেচনায় রেখে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ শীর্ষক ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত শতবর্ষী মহাপরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার নির্দিষ্ট অভিষ্টসমূহের মধ্যে বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা অন্যতম। এ সকল অভীষ্ট অর্জনের জন্য এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অনুসৃত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নীতি এবং ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য এ সাব-সেক্টরে বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১১২ টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ১০৪৯৭.৮৮ কোটি টাকা (জিওবি ৯৬৭৭.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮২০.৩৪ কোটি টাকা) এবং ২টি কারিগরি প্রকল্পের অনুকূলে ২৩.৫৪ কোটি টাকা (জিওবি ৭.৫১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬.০৩ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, এ সাব-সেক্টরের

আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৮টি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তালিকায় রয়েছে ২৮টি প্রকল্প।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাব-সেক্টরের মোট ১৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। যার মধ্যে ৯টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক এবং ৭টি প্রকল্প মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। 'তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম। প্রকল্পটি বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় এপ্রিল ২০২২ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ১০৯৬.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মেঘনা পাড়ে ৮০.০০ কিলোমিটার নিরবচ্ছিন্ন তীর সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নদী ভাঙন রোধ, বেতুয়া নদীর ১৯.০০ কিলোমিটার পুনঃখননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা, ৭টি পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ৯টি হার্বার পয়েন্ট নির্মাণের মাধ্যমে মাছ ধরার ট্রলারের নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলার জন্য "উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প পর্যায়-১ (সিইআইপি-১) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকায় ১৭ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ৬৬,০০০ হেক্টর এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শস্য, প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকহারে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ অনেকাংশে কমে আসছে। শস্য উৎপাদনে ১৩৩% থেকে ২০২% নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

নরসিংদী জেলার হাড়িদোয়া নদীর খনন কাজ

যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গনের বর্তমান চিত্র (বেড়া, পাবনা উপজেলা)

ভোলা জেলার তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধে জরুরি আপদকালীন কাজ

যমুনা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গনের বর্তমান চিত্র (চৌহালি, সিরাজগঞ্জ উপজেলা)

Sector Action Plan (SAP) প্রণয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা" প্রকল্পটির আওতায় এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩টি সেক্টর যথা: ১। কৃষি ২। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ৩। পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাণিসম্পদ সেক্টরের Sector Action Plan (SAP) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

সদস্য (সচিব), কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

সদস্য (সচিব), কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

৩.৪ ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। এ বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে (৩১ জানুয়ারি ১৯৭২) "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" গঠন করেন। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ অন্যতম। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ হিসেবে এ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, কমিশন সৃষ্টির শুরু থেকেই দেশের ভৌত পরিকল্পনা ও যোগাযোগ খাতের প্রকল্পের পাশাপাশি গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ সংক্রান্ত জনহিতকর প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সামগ্রিক পটভূমিতে দেশের জন্য টেকসই ও কার্যকর ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ।

বিভাগের উদ্দেশ্য

- অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং উন্নয়ন বাজেটে এ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের কার্যকর, সুষম ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কার্যপরিধি

- সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা এবং এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ/পরামর্শের আলোকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপণ;
- সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহণ অবকাঠামো, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন, পানি সরবরাহ, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক ভৌত অবকাঠামো খাতের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সেল এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- বর্তমানে ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব-সেক্টর (খাত/উপ-খাতের) অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ও এর বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিরূপণ এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাবলী সম্পাদন;
- প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন এবং উন্নয়ন কাজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প দলিল এ নীতিগত অনুমোদন প্রদান এবং বৈদেশিক অর্থায়ন খোঁজার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধপত্র প্রেরণ;
- ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলির উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;
- বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি/আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন। এছাড়া, একনেক সভা এবং মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন; এবং
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক চিহ্নিতকরণ ও সড়ক পরিচিতি নম্বর প্রদান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা সড়ক, ফিডার রোড-এ ও ফিডার রোড-বি, গ্রামীণ সড়ক ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং সড়ক পরিচিতি নম্বর প্রদান এবং আরএইচডি ও এলজিইডি'র আওতাধীন কোন সড়ক নিয়ে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা থাকলে সে বিষয়ে নিস্পত্তিকরণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান।

ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগ হতে মোট ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগে গত অর্থবছরে মোট ৪৬টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তন্মধ্যে ২৬টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৬২১১.০৩০২ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ১৫৬০৭.৪৯৪৩ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৬০৩.৫৪ কোটি টাকা কম। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয় সমূহের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৮৮৭৪.৪৪ কোটি টাকা (৩.৪৭%) এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৯৬১৮.৭৪ কোটি টাকা (৪.০৭%)।

ভৌত পরিকল্পনা অনুবিভাগের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- মাদানী অ্যাভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫) প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী হতে শীতলক্ষা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫ ক) সড়ক নির্মাণ (১ম পর্ব);
- কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট প্রশস্ত খাল খনন ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত);
- চট্টগ্রামে ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা);
- সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রিজ সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন;
- বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ;
- ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (জোন-এ);
- অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা এর ক্যাম্পাসে বহুতল ভবন নির্মাণ;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমপি হোস্টেলসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনার নির্মাণ ও আধুনিকায়ন;
- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি): ডিডিএম অংশ (২য় সংশোধিত);
- কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (৩য় সংশোধিত);
- চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ-আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- ঢাকার গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- বাংলাদেশ-জাপান পলিসি ল্যাব স্থাপন;
- ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- খুলনা শহরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ;
- সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা উন্নীতকরণ;
- রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের বাংলো ও ডিআইজির বাংলো নির্মাণ;
- বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণ সহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন;
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত);
- র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা (১ম সংশোধন);
- ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি);
- কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ;
- ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
- ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন; এবং
- বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ।

সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ

পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মোট ১৫টি প্রকল্পের পিইসি সভা সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ৯টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৭৮২৩.৭৬৮৮ কোটি টাকা। পিইসি পরবর্তী অনুমোদিত ১০টি প্রকল্পের প্রাক্কলন যৌক্তিকভাবে মোট ৩১৪৬.১৫৫৮ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ৪৬৭৭.৬১৩ কোটি টাকা কম। এছাড়া, এ অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ৪টি ওয়াসার মোট ১৫টি প্রকল্পের পিইসি সভা সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি সংস্থার নিকট প্রক্রিয়াধীন বাকি ১২টি প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ১১১৪১.৫৩ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ১১০৬০.৯৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয় হতে ৮০.৫৮ কোটি টাকা কম। উক্ত ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে বাকি ৩টি প্রকল্পের অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ অনুবিভাগে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলী সেক্টরের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ২৪৪৯৭.২২ কোটি টাকা (৯.৯৬%) এবং আরএডিতে বরাদ্দ ছিল মোট ২৫৯৩৮.৫৩ কোটি টাকা (১১.৪০%)। এ অর্থ প্রক্রিয়াকরণে পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগ নানাবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

গত অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ-২ সেক্টরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তাঘাট কবরস্থানসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ:
- বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা);
- বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভূক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি);
- বন্যা আক্রান্ত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুন:নির্মাণে জরুরি সহায়তা;
- পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-এডিবি);
- সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (১ম সংশোধিত);
- দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার (২য় সংশোধিত);
- ঢাকা এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই (২য় সংশোধিত);
- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন;
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনেরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ সরবরাহ;
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীভুক্ত এলাকায় বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা, সড়ক মেরামতে ব্যবহৃত আধুনিক যানযন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং মেকানাইজড্ পার্কিং স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসনকরণ;
- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শিশুপার্ক আধুনিকীকরণ;
- গাবতলী সিটি পল্লীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ;

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ

দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসার অটোমেটেড টেলার মেশিন

সড়ক পরিবহন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পাঁচটি অনুবিভাগ এর মধ্যে সড়ক পরিবহন অনুবিভাগ দেশের সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সড়ক পরিবহন সাব-সেক্টরের আওতায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত সংস্থাসমূহ সুষ্ঠু ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সেতু, ফ্লাইওভার ও টানেল, মেট্রো রেল নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সাব সেক্টরের আওতায় ৫৫০ কি:মি: ৪/৬/৮-লেন সড়ক নির্মাণ, ১৫০ কি:মি: নতুন সড়ক নির্মাণ, ১৮০০ কি:মি: জাতীয় মহাসড়ক এবং ১২৭০০ কি:মি: আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, ৩৭৫০০ মি: ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৪১০০ মি: ব্রিজ/কালভার্ট পুন:নির্মাণ, ১১০০০ মি: ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ, ৩৭৫ কি:মি: রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ ও ৩০ টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পবিরহন উইং কর্তৃক ১৮টি প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা আয়োজন এবং ২৪টি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১৫টি নতুন ও ৯টি সংশোধিত প্রকল্প। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরএডিপি-তে মোট ২৯৮৯৬.৫৮ কোটি টাকা (জিওবি ২৩৯২৭.২০ কোটি ও প্রকল্প ঋণ ৫৯৬৯.৩৮ কোটি) বরাদ্দ রয়েছে।

সড়ক পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প;
- কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প;
- মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প;
- সিলেট-চারখাই-শেওলা মহাসড়ক উন্নয়ন;
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ;
- বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা;
- কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়ককে (এন-১০২) চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ;
- ময়মনসিংহ কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ;
- ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৩টি ওভারপাস এবং পদুয়ার বাজার ইন্টারসেকশনে ইউলুপ নির্মাণ;
- জরাজীর্ণ, অপ্রশস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন);
- আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
- টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুর বাস স্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
- নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩টি জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ;
- কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গৌরিপুর-আনন্দগঞ্জ-মধুপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ;
- কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (১.৬০ কিঃমিঃ থেকে ৩২.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত) সড়ক প্রশস্তকরণ;

হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু)

ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা এক্সপ্রেসওয়ে

মিরপুর-বনানী ফ্লাইওভার

মধুমতি সেতু

রেল পরিবহন অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের রেল পরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এ উইং এর আওতায় মোট ২০টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০টি প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত/প্রাপ্ত পুনর্গঠিত প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৩৪৪৯.১৪৬৭ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের রেলপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ১৪৯২৮.৬৬ কোটি টাকা (৬.০৭%) এবং আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ১২৫৯৬.৪৭ কোটি টাকা (৫.৫৪%)। অপরদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ৬৩০২.৩৮ কোটি টাকা (২.৫৬%) এবং আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল মোট ৪২১৭.৬১ কোটি টাকা (১.৮৫%)।

রেলপরিবহন অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প;
- ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ;
- খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ;
- আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ;
- আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর;
- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ;
- বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণ;
- পুরাতনব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার;
- ৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ);
- মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অংশ);
- পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন;
- পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ;
- আপ গ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট; এবং
- Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia (ACCESS)- Bangladesh Phase 1: (BLPA Component) ইত্যাদি।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ

বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণাধীন

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন

দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার
রেল লাইন নির্মাণ

যোগাযোগ অনুবিভাগ

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যোগাযোগ অনুবিভাগ প্রতিরক্ষা সেক্টরের আওতাধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা সমূহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতা সহ অন্যান্য কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত "ফোর্সেস গোল ২০৩০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লু ইকোনমির প্রসার, অন্যান্য মেরিটাইম কমিউনিটির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ প্রতিরক্ষা সেক্টরের আওতায় সামরিক প্রতিরক্ষা সেবা এবং সশস্ত্র বাহিনী সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ৪টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৩টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ১টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। উক্ত ০৩টি প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ২১৭৯.৭৭ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ২১৬৭.৮৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ১১.৯৩ কোটি টাকা কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা সেক্টরের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১২৭০.০৫ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রতিরক্ষা সেক্টরের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল মোট ১২৮৭.৩৫ কোটি টাকা।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বিটিসিএল, বিটিআরসি, টেলিটক, সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণক মিশন, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস ইত্যাদি সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সমগ্র দেশব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান, সঠিক ও সময়মতো আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান, অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রস্তুতকরণ, ডিজিটাল ডাক পরিষেবার প্রচলন, মোবাইল যোগাযোগ ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সাব-সেক্টরের আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় সর্বমোট ০৪টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এর মধ্যে ০৪টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত, ০৪টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ৩০৯৯.৭২ কোটি টাকা। পিইসি সভায় প্রস্তাবনার আলোকে অনুমোদিত ০৪টি প্রকল্পে ১৬.০৭ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩

অর্থবছরের এডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের আওতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ সাব-সেক্টরের অনুকূলে সর্বমোট ২১টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ২০০৭.৯১ কোটি টাকা এবং একই অর্থবছরের আরএডিপিতে উক্ত বিভাগের আওতায় ২৫টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ রাখা হয় ২৪৯১.৭৬ কোটি টাকা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। এসব পরিকল্পনা কৌশলগত অভীষ্ট ও মাইলফলকগুলো অর্জনে গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলী সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিকল্পিত গৃহায়ন এবং নাগরিক সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভৌত নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের ভূমিকা অন্যতম। ২০২২-২৩ অর্থবছরের যোগাযোগ অনুবিভাগ-এ গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের আওতায় ভৌত পরিকল্পনা সাব-সেক্টরের আওতায় মোট ১টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১টি ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ০৩টি প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ছিল ১৯১.৫২ কোটি টাকা। পিইসি সভার মাধ্যমে উক্ত ব্যয় যৌক্তিকভাবে মোট ১১৬.৩২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে ৭৫.১৯ কোটি টাকা কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের আওতায় ভৌত পরিকল্পনা সাব-সেক্টরের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ২১৬.৬০ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরের আওতায় ভৌত পরিকল্পনা সাব-সেক্টরের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ৬৯.৩০ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- শেখ হাসিনা সেনানিবাস বরিশাল স্থাপন (২য় সংশোধিত);
- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন (২য় সংশোধিত);
- মোংলা কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট) এর অবকাঠামো উন্নয়ন;
- বানৌজা শের-ই-বাংলা, পটুয়াখালী স্থাপন (১ম সংশোধিত);
- ডিজিএফআই-এর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো, মানব সম্পদ এবং কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি) (২য় সংশোধিত);
- আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-এ) (২য় সংশোধিত);
- তেজগাঁওস্থ বাবিবা ঘাঁটি বাশারস্থ "কমান্ড এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট" কেবাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর;
- চট্টগ্রাম আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুল মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১মসংশোধিত);
- বিএএফ ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত);
- চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন;
- কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত);
- পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত);
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন (১ম সংশোধিত);
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
- ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত);
- ৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন;
- গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন;
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
- ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত);
- ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন;
- আকাশ আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বৃহৎস্কেলেরটপো গ্রাফিক্যালমান চিত্রপ্রণয়ন (২য় সংশোধিত);
- ইলেকট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (e-DP) সিস্টেম;
- বাংলাদেশের উপজেলাসমূহের ডিজিটাল মানচিত্র (টপোগ্রাফিক);
- বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (প্রথম পর্যায়);
- বিসিএস (কর) একাডেমি এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়);

শেখ হাসিনা সেনানিবাস বরিশাল স্থাপন (২য় সংশোধিত)

ডিজিএফআই-এর অবকাঠামো উন্নয়ন

বানৌজা শের-ই-বাংলা, পটুয়াখালী স্থাপন
(১ম সংশোধিত)

শেখ রাসেল সেনানিবাস

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ হতে মোট ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মোট ২০টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ১৭টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১৮২৭২.৭০ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল মোট ১৫৪৮৯.২০ কোটি টাকা।

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পৌরসভার সড়ক, ব্রিজ, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে। পৌরসভার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এসকল প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রস্তাবিত সড়ক, ব্রিজ, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রেইট সিডিউল অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া বিভিন্ন পৌরসভার কাজের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় রেইট সিডিউল অনুসরণ এবং দ্বৈততা পরিহার করার অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র মারফত স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পরিবহন সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি);
- নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প;
- কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ।

কিশোরগঞ্জ সেতু

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে কয়েকটি নব উদ্যোগ সূচনা করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল প্রকল্প সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে বড় বড় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে প্রাথমিকভাবে সে প্রকল্পের নানাদিক সম্পর্কে উদ্যোগী দপ্তর সংস্থার সংগে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এ সভার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া এ বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত টেমপ্লেট ব্যবহারের ফলে বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের সঠিক কারণ উদঘাটন করা সহজতর হচ্ছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য একটি টেমপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Cross-Cutting Issue রয়েছে এমন সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পিইসি সভা আয়োজন করা হয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলশ্রুতিতে, উক্ত কারণসমূহ চিহ্নিত করে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যকরী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে যা দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে আরও দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন দপ্তরের রেট শিডিউল সংক্রান্ত পরিপত্র পর্যালোচনা, ডিপিপি'র ব্যয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ বিশ্লেষণ, সংশোধিত ডিপিপি'র ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শন নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ক সাপ্তাহিক উপস্থাপনাসহ নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সদস্য (সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক কক্সবাজার বিমানবন্দর পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময়

সদস্য (সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

সদস্য (সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

শিল্প ও শক্তি বিভাগ

৩.৫ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে শিল্প ও শক্তি বিভাগ অন্যতম। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। এ বিভাগের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দুইটি সেক্টর যথা: (ক) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টর (খ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহ ০৫টি অনুবিভাগ (শিল্প ও সমন্বয় অনুবিভাগ; বস্ত্র, পাট, শ্রম ও কর্মসংস্থান অনুবিভাগ; ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেকট্রনিক্স অনুবিভাগ; বিদ্যুৎ অনুবিভাগ এবং তৈল গ্যাস ও প্রাকৃতিক সমুদ্র অনুবিভাগ) কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অত্র বিভাগের অনুবিভাগসমূহ কর্তৃক বিগত ৩ বছরে ৩২১টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (allocation of business অনুযায়ী):

- জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ;
- জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে পিইসি সভার পর উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন;
- পিএসসি, পিআইসি, ডিপিইসি/ডিএসপিইসি, এডিপি পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

কার্যাবলি (allocation of business অনুযায়ী):

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সেক্টরাল উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন;
- সেক্টরাল পরিকল্পনার সাথে শিল্প ও শক্তি বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয়;
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে মূল্যায়ন এবং পিইসি, এসপিইসি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যাদি;
- মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রকল্প উপস্থাপন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়নে সহায়তা;
- সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যাদি সম্পর্কিত মতামত প্রদান ও সভায় যোগদান;
- জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ;
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

ক. শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টর

১. শিল্প ও সমন্বয় উইং

শিল্প ও সমন্বয় উইং শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২৬ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৮৯০.৫৮ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ০৮ টি প্রকল্পের জন্য ২৫.৬২ কোটি টাকা এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর ০১ টি প্রকল্পের জন্য ৪.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প

ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ (Pre-Heater এর মেকানিক্যাল ইনস্টলেশন কাজ চলমান)

২. বস্ত্র, পাট, শ্রম ও কর্মসংস্থান উইং

বস্ত্র, পাট, শ্রম ও কর্মসংস্থান উইং ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৩টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ৭৬৪.৪৫ কোটি টাকা (জিওবি ৬৮১.৪৮ এবং বৈদেশিক সহায়তা ৮২.৯৭ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২৬টি প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে উন্নত মানের মসলিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গুণগত মানসম্পন্ন রেশম ও তাঁত বস্ত্র উৎপাদন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স উইং

মন্ত্রণালয়: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স উইং শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টরের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স সাব-সেক্টরের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এ সাব-সেক্টর দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস পোশাক শিল্প খাতের উন্নয়ন, দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ, ই-বাণিজ্যের প্রসার, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মন্ত্রণালয়: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করতে এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পরিকল্পিত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও শিল্প বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৫ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনে শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প স্থাপনের সুবিধার্থে বেজা ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। অপরদিকে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ০৮ (আট)টি ইপিজেড যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ

বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স অনুবিভাগ এর আওতায় (সাব সেক্টর: পাট, বস্ত্র, ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স) ০৬টি পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই উইং এর অধীন সাব-সেক্টরসমূহের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪টি (১১টি বিনিয়োগ ও ০৩টি কারিগরি) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ২০০৭.৯২ কোটি (জিওবি ১১৫৬.৯৫ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৮৫০.৯১ কোটি এবং নিজস্ব অর্থায়ন ৬.০০ লক্ষ) টাকা।

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তি ফলক উন্মোচন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর উন্নয়ন প্রকল্পের (বিএসএমএসএন) প্রশাসনিক ভবন

খ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টর

৪. বিদ্যুৎ উইং

সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-SDG (২০১৬-৩০) এর অভীষ্ট-৭ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ৪০ হাজার মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনে বিদ্যুৎ খাত কাজ করে যাচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বিদ্যুৎ খাতে মোট ৭৩টি (বিনিয়োগ ৬৩টি, কারিগরি সহায়তা ৬টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৪টি) প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৩৯১৮৩.৬৭ কোটি (জিওবি ১১০৩৪.০১ কোটি, প্রকল্প ঋণ ২৫৪৯১.৫৯ কোটি এবং স্ব-অর্থায়ন ২৬৫৮.০৭ কোটি) টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +/-১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি-ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প, বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প ও সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে কাজ করছে। বিদ্যুতের বিলিং সিস্টেমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য ও হয়রানিমুক্ত গ্রাহকসেবা প্রদানে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যমান অবকাঠামো আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ এবং সঞ্চালনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প

সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

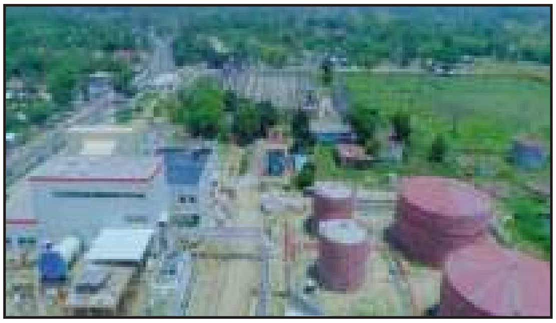

সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +/-১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

৫. তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনসহ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ সেক্টর বিশেষ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে "দক্ষ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ করা"। এছাড়া, এসডিজি'র ৭নং অভীষ্ঠে উল্লেখ রয়েছে "সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা"। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২য় প্রেক্ষিত ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনাসহ এসডিজি'র অভীষ্ঠের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের প্রাথমিক জ্বালানির চাহিদা মিটানোর জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান, বিদ্যমান গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং গ্যাসক্ষেত্রসমূহের পুন:মূলায়ন ও পুনর্বাসন, অতিরিক্ত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানি এবং কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানি করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহেশখালীতে ২ (দুই)'টি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) হতে দৈনিক ৭০০-৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) ক্ষমতাসম্পন্ন এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ল্যান্ড বেইজড টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশব্যাপী সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল এবং Finished Products (HSD) সহজে, নিরাপদে, স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে খালাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গভীর সমুদ্রে পাইপ লাইনসহ Single Point Mooring স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে এবং বছরে ৩ মিলিয়ন মে.টন পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ন রিফাইনারী ইউনিট-২ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, দেশের বিভিন্ন অংশে জ্বালানি তেল সহজ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবহন এবং বিতরণের লক্ষ্যে ট্যাংকার যোগে পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তে পাইপলাইনে তেল পরিবহণের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহণ" এবং "ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" চলমান রয়েছে। সে সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালনের লক্ষ্যে "বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" ও "রংপুর-নীলফামারী-পীরগঞ্জ শহর ও তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে মেঘনাঘাট পাওয়ার হাব এলাকায় ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ও প্রকল্প এলাকায় গ্রাহকদের এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য "বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পের কার্যক্রমের চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, চচচ'র ভিত্তিতে গভীর সমুদ্রে সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়ের ফলে অর্জিত ব্লকসমূহে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরে ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ০৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প রয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য আরএডিপি'তে মোট ২৬০৮.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ যার মধ্যে জিওবি ৬৪৭.৬৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৪৩.৩০ কোটি টাকা, স্ব-অর্থায়ন ৮১৭.৭৫ কোটি টাকা। এছাড়া, সবুজ পাতায় বরাদ্দ বিহীনভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য অননুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ০১টি এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন ০৫টি অধিকন্তু, ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি'তে এ সেক্টরের আওতায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংস্থার নিজস্ব/গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ৩৭টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ১৩৯৩.৮০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য ০৪ টি প্রকল্প রয়েছে।

সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন

সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল পরিদর্শন

"ইনস্টলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের মহেশখালীতে নির্মাণাধীন পাম্পিং স্টেশন ও ট্যাংক ফার্ম এর সামগ্রিক চিত্র

"ইনস্টলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্পের বঙ্গোপসাগরের নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বয়ার চিত্র

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

978-984-35-9006-0

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.plandiv.gov.bd